যে যায়, যে থাকে

যে যায়, যে থাকে

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস

কলকাতা - ৭০০০৪৫

JE JAY JE THAKE

A collection of Bengali poems

by **Rabi Gangopadhyay**

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ২০১১

গ্রন্থসত্ত্ব
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সর্বাণী গঙ্গোপাধ্যায়
বি ৩/৩ রিজেন্ট, সোনারপুর
কলকাতা - ৭০০১০৩

পরিবেশক
প্রণতি পাবলিশিং হাউস
১৭০/৪৩ লেক গার্ডেন্স
কলকাতা - ৭০০০৪৫

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : http:://www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশ টাকা

উৎসর্গ

দুর্গাদাস ঘোষাল

অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ—

- ভালবাসায় অভিমানে
- বৃষ্টির মেঘ
- কোজাগর
- পুণ্যশ্লোকঅন্ধকারে
- কয়েক টুকরো
- মুখর প্রচ্ছদ
- জলের মর্মর
- কোঠার ভিতর চোরকুঠুরি
- মাটির কুলুঙ্গি থেকে
- আগুন ও জলের পিপাসা
- জল থেকে জলে
- ধূসর সংহিতা
- স্মৃতি বিস্মৃতি
- ছিন্নমেঘ ও দেবদারু পাতা
- ব্যক্তিগত কথোপকথন
- কবিতার কাছাকাছি একা
- আরশি টাওয়ার
- মা
- উৎফুল্ল গোধূলি
- প্রাচীন পদাবলী
- গেরুয়া তিমির
- ধুলো থেকে বালি থেকে
- লঘু মুহূর্ত
- ছিন্ন মেঘ ও দেবদারুপাতা
- অন্তিম সামঞ্জস্য
- রুদ্রাক্ষে বিধৃত
- জল থেকে জলে
- যেখানে উৎকীর্ণ ছিল
- ঘোড়া ও পিতল মূর্তি
- হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর

রচনা ১৯৯৭

শিউলি নিয়ে

শিউলি আর তেমন ঝরছে না, এতে দুঃখের কী আছে
যখন অজস্র ঝরতো সেই দুঃখ নিয়েছে কবিতা
প্রত্যূষপ্রকীর্ণ প্রিয় পিপাসায় অতিথিপথিক
এখন হেমন্ত, লেখো দুঃখ ঝরাপাতার ঝালর
লেখো লজ্জাবতী ওই বধূটির বৃষ্টির কাহিনী
একটি ভয়ের গল্প আলোছায়া আলোছায়া মাখা
সংসারের রুগ্ন ঘর সন্ন্যাসের বিপর্যস্ত ঝড়—
দেখবে আশ্চর্য ঝরছে তখনো যদিও তীক্ষ্ণ শীত।

ভালো ছিল নৈসর্গিক তাৎক্ষণিক ঘটনাঘনিম
সে সব সরল পদ্য ব্যঞ্জনাবিহীন ভালবাসা
মেধাবী বেদনা সব শব্দভুক সুন্দরের জটিল নির্মাণে
গবেষণারত আজ সংশয়ে পাঠকপ্রিয় কবিতা সহজে
মনোনীত করে না যে তোমাকে আমাকে অনর্গল
সে তো খুবই স্বাভাবিক সগৌরব সে তার সংরাগ।

তোমার কী কষ্ট হয়? তবে যাও ব্রতে ট্রতে ছড়ায় টড়ায়
লোককাহিনীর চরে প্রবাদের পুরনো প্রহরে
আমি থাকি, যদি এই অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলা
ভালো লাগে কোনোদিন দেখায় আমাকে হাতে ক'রে
দুরূহ দরজা যদি অহেতুক খুলে বলে এসো—

ঈশ্বর খুঁজেছি জানে সকলেই শুধু সে ঈশ্বর ব্যতিরেকে
তাই কেউ নিঃস্ব ক'রে পূর্ণ ক'রে গেছে একে একে।

বৃষ্টি

ব্যঞ্জনাবিহীন বৃষ্টি মজ্জার ভিতরে
বৃষ্টি হয়ে অন্ধকারে ঝরে
মাঝে মাঝে তাৎপর্যবিহীন
বিদ্যুৎ চমকায় জলমগ্ন নিশিদিন
আর স্মৃতিসিক্ত হুহু হাওয়া
কী যেন নেবেই গুপ্ত গোপনতা ছাওয়া
এরকম নৈসর্গিক দিনরাত্রিভর
টলোমলো করে চরে গাঙ্গেয় ঘরদোর
ব্যঞ্জনাবিহীন বৃষ্টি ঝরে আর ঝরে
পরিণামহীন এক জলের ভিতরে।

আমি এসবের অর্থ খুঁজে খুঁজে একা
বহুদূর চলে যাই, যেখানে এ দেখা
স্বপ্ন বলে মনে হয় মিথ্যে মনে হয়
এগোতে পিছোতে জমে ভয়
অনুনয়ে মিশে যাই স্তোক ও ভুরি ভুরি
ঝরায় আতুর নীল ঝুরি
অন্তিম মাটিতে শান্ত অনাক্রমণীয়
সংযত সৌজন্যে করি ভীষণ সমীহ
কিন্তু কাকে? তা জানি না। দীর্ঘ চরাচরে
এখনো কি অনাহত বৃষ্টি আজও ঝরে!

বিশ্বগত

এখনো সঙ্কোচে যদি না বলি সেই
ভ্রূকুটিহীন মাঠে বৃষ্টিধারা
নামেনি তবু ভিজে আমরা দুজনেই
দেখেছি লাজে লাল সন্ধ্যাতারা

তাহলে কোনোদিন এ ভার নেবে না যে
আমার শব্দের শিশির-শ্লোক
পৌত্তলিকতার প্রবণতাকে
মন্ত্রমুগ্ধতা বিশ্বলোক

দিনের রাতের

দিন চ'লে যায় দিনের মতো
রাত চ'লে যায় রাতের মতো
দিনের রাতের মাঝখানে এক
জীর্ণ বাউল বাজায় একা—

সম্মুখে তার পথের দু'ধার
দুলতে দুলতে দিগন্তে নীল
পশ্চাতে তার অকূল পাথার
উথালপাথাল ভূলুণ্ঠিত

জীর্ণ বাউল বিদীর্ণ সুর
তারায় তৃণে জড়ায় ছড়ায়
অনন্তকাল অনন্তকাল

দিনে চ'লে যায় দিনের মতো

রাতের মতো রাত চ'লে যায়—

কখনো ছড়াবে না যদি না বলি আজ
সেদিন সন্ধ্যায় আমার কাছে
তোমার চুম্বন প্রেমের কারুকাজ
ঈশ্বরীয় ছিল এখনো আছে

এই তো ছুঁয়ে আছো গোধূলি ছলোছলো
জড়ায়ে ছড়ায়ে যে ভূমণ্ডল
এখনো সংশয়ে শরীরী যদি বলো
একে তা ভ্রান্তির লীলাচ্ছল

তাহলে শোনো কেন অরসিকেষু শ্লোকে
যত্নে রেখে গেছে সঙ্গোপনে
কেন না ছড়িয়েছে লোকান্তরে লোকে
মাত্র দীক্ষিত কয়েকজনে

একি! ও তর্জনী ওষ্ঠে রেখে আর
বলতে দেবে না? কী? কিসের ভয়?
সেদিন সন্ধ্যার প্রেমিক প্রেমিকার
ব্যক্তিগত সব বিশ্বময়

ততক্ষণ

ভুলে যাবে, ধীরে ধীরে নীল এসে গড়িয়ে গড়িয়ে
মুছে দেবে, ততক্ষণ চলো গিয়ে রেখে আসি ভার
জলে বা পাথরে, চলো ওরা ফেরাবে না।
আমি জানি
শুশ্রূষাসম্বল জল করতল প্রসারিত ক'রে ব'সে আছে
আতুর পাথরও স্তব্ধ অপেক্ষায়
চলো গিয়ে বসি।
মনে নেই অন্ধকার অপমানময় টলোমলো
কে তোমার হাত ধরেছিল সেই রাতে?
সেই হাসির গমকে
লুণ্ঠিত আত্মার কাছে উবু হয়ে বসেছিল?
দেখ ভুলে গেছ!
ভুলে যাবে এও, চলো ততক্ষণ জন্মের মৃত্যুর মাঝখানে
দাঁড়াই সহজ হয়ে, বুঝি ভুল ক'রে অভিমানে
দূরে চ'লে গেছি, বলি ঃ এই নাও আমাকে আমাকে।

এখনো

কেবল একই কথা শোনাও ঘুরে ফিরে
কেবল একই কথা কেবল একই কথা

তবুও চোখ যায় তবুও শুনি কেন
পাতার মর্মর পুরনো আলোছায়া?

তবুও ভালবাসি আকাশে চিরমেঘ
প্রাচীন বৃষ্টির সেকেলে ধারাপাত

তবুও পৃথিবীর পুরনো আঙ্গিকে
জানাই যমুনাকে সিক্ত চুম্বন

এপার গঙ্গায় ওপার গঙ্গায়
মধ্যে প্রবাদের জীর্ণ চর জাগে

এখনো দুঁহু ক্রোড়ে দুঁহুর কান্নায়
মরমী বাউলের সান্দ্র একতারা

এখনো তদ্দূরে তদ্বস্তিকে শ্লোক
অনপনেয় জলে আগুনে চমকায়

রক্তরিপুভয় ব্যাকুল গৈরিকে
পামীর ব্যভিচার ভাসায় জাহ্নবী

পঞ্চশরে শুধু দগ্ধ করেছিলে
আবহমান দেখো বিশ্বময় সেও

নষ্ট বাউল

তুমি নিজের হাতে যখন সরিয়ে নিলে তাঁর
বাঘের ছাল কমণ্ডলু গেরুয়া কার্পাস
দমবন্ধ ভয়ে আমার শরীর বারম্বার
কাঁপতে কাঁপতে পেরিয়ে গেল বিশটা বারোমাস।

তিনি যখন পরিয়ে দিলেন তোমাকে চুম্বন
জড়িয়ে দিলেন নির্জনতা পাশের ঘরে একা

যে যায়, যে থাকে

যে যায়
সে ফেলে রেখে যায়
ছেঁড়া জাল
টুকরো টুকরো মেঘ
ছায়া
মন্থর পাখিও একটি দুটি
শীতের আভাস।

যে থাকে
সে দুঃসাহস ক'রে
কুড়োয়
সাজায়
যেকোনো বৃত্তের
ছন্দ
বারান্দায়।

যারা
এর বাইরে
সুখী
দুঃখী
কোনোটাই নয়
ভাঙে
পথের পাথর
না-জানা ছন্দের কারুকাজ।

আমি একা দেখেছি কেবল
অন্তর্নিহিত
পাঠভেদ?

ভয়ে আমার হাত পা উধাও হৃদয় স্পন্দন
অদীক্ষিতের আর হলো না রইলো সীমারেখা।

সেই থেকে আর ফুল ফোটেনি তারা ওঠেনি রাতে
সেই থেকে আর গন্ধব্যাকুল ধূম লাগেনি, আমি
ভ্রষ্ট বাউল নষ্ট ক'রে নিজেকে এই হাতে
জীর্ণ হলাম আত্মঘাতী এবং বিপথগামী।

সাঁকো

এখন তো সবই আছে পুরু পর্দা রক্তলাল মেঝেয় কার্পেট
দেওয়ালে ল্যান্ডস্কেপ মস্ত কাচের জানলার বাইরে ঝাউ
নারকেল পাতার জ্যোৎস্না মাধবী মালতী জুঁই রঙিন পাতার
অজস্র অর্কিড ফ্রেস্কো মণিপুরী পিতলের টবে
বটের ঝুরির দৃশ্য রেফ্রিজারেটারে ঠাণ্ডা ব্যাচেলার রাতে
নিষিদ্ধ ক্যাসেট ও আরো যা যা থাকলে মানায় জীবন

কেবল কে তুলে নিয়ে চ'লে গেছে একটি সঙ্কীর্ণ ভাঙা সাঁকো
যা বেয়ে পৌঁছানো যেতো খরস্রোতা নদীর ওপারে
যেখানে বর্ষার নীল ঘনঘটা বসন্তের রোদন ব্যাকুল
শীতের পাতার ঝ'রে পড়ার কাতর শব্দ নিরুপায় রাত
যেখানে শৃঙ্গারসিক্ত আত্মঘাতী আত্মার বেদনা
প্রচ্ছন্ন কৌতুকে ডাকতো ঃ এসো এসো মিনতিকরুণ

যোগ্যতা

আমি কিছু লিখিনি। আমার
উপযুক্ত ভাষা নেই। তাছাড়া বৃষ্টিকে
দেখেছি বৃষ্টিই। আমি বলিনি কিছুই।
যা বললে ও দুচোখের ব্যাকুল আকাশ
মেঘে মেঘে ছেয়ে যাবে ঘনবর্ষা এসে
ঢেকে দেবে মুখ নয় মুখের প্রচ্ছদ
সেভাবে বলার মতো শক্তি নেই। আমি
দু'হাতে অঞ্জলি ভ'রে বালি
তুলি বালি তুলে তুলে চাই
পিপাসাসম্বল শুধু জল।
আমি কিছু লিখিনি কখনো।

কা তে স্তুতি

এই আমি স'রে দাঁড়ালাম। এসো এখানে দাঁড়াও
এই আমি কথাই বলবো না। আজ থেকে বলো। আজ থেকে।

এই আমি বধির হলাম। তোমরা শোনো। শুনে রাখো সব।
এই আমি বিস্মৃত হলাম। দেখা হয়েছিল। একদিন।

এরকম হতে হলো। কেননা আমার যাবার কোনো জায়গা নেই।
এরকম হতে হলো। কেননা আমার আর অন্য কোনো ত্রাণ নেই।

কেবল তোমার কথা মনে পড়ে। মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়।
কেবল তোমাকে কিছু ব'লে যেতে ভালো লাগে খুব।

কেন তুমি ওদের মতন নও? কেন তুমি আলাদা অমন?
অতদূর থেকে এসে গায়ে লাগে মাঝে মাঝে তোমার নিঃশ্বাস!

যখন ঝুলন্ত বাসে ক্লান্ত ক্লাশে সহকর্মীলাঞ্ছিত হৃদয়!

তুমি তো আমার আজও কেউ নয়। এই আমি স'রে দাঁড়ালাম।
ওরা ঘিরে নিয়ে যাক। স্তুতিবাদ। আমার ওসব শব্দ নয়।

আমার কিছুই নয়। নিজেকে নিজের কাছে এত ভার লাগেনি কখনো।

বন্ধু

এখনো আমার কোনো বন্ধু নেই। খালি আছে দেখো।
কারো কাছে মাঝে মাঝে চ'লে যেতে ইচ্ছে করে খুব।
কিছু কথা কাউকে যে কোনোদিন বলাই যাবে না।
কিছু ব্যথা কারো হাতে কিছুক্ষণ রেখে কোনোদিন
বসাও যাবে না একটু। এখনো আমার কোনো বন্ধু নেই।

বিদেশী পথিক। ঠিক একদিন মেয়াদের শেষে ফিরে যাবো।
যাবার সময় কোনও মুখ নেই সজল তেমন কোনও মুখ
মানুষের এই দুঃখ কোনওদিন ভোলেনি আকাশ
তাই আজো বৃষ্টি পড়ে তাই আজো বৃষ্টি পড়ে আজো
আর আমার সব ভেজে শরীরসর্বস্ব সব সিক্ত হয়ে যায়।

একদিন

আমি জানি কী বলবেন, একটু দাঁড়ান
সামান্য সজল আছে এই চোখ, আমি যাচ্ছি, শুধু
কয়েকটি শব্দের টুকরো তুলে নিতে বাকি
ধুলোর গ্রন্থির মধ্যে দু-একটি সংশয়

আমি তৈরী। বহুদিন পূর্বেই জানতাম। কষ্ট ক'রে
আসতে হলো, কারো হাতে খবর দিলেও চলতো, আসি।

একি। তুমি? বাইরে? তুমি সঙ্গে যাবে? আমার কোথাও
গ্রাম নেই ঘরবাড়ি নেই কোনো মঠ আমাকে নেবে না
তোমার ও ডানায় শুধু কয়েক বিন্দু দুঃখ ছাড়া
বহনক্ষমতা কই! চলো সন্ধে হয়ে আসছে
তোমাকে বাড়িতে পৌঁছে দিই।

পরম্পরা

আর ব্যবহার করা যাবে না ব'লেই তুলে রাখি
ফেলে দিতে নেই ব'লে, ভুলে যেতে সময় লাগে না
তাছাড়া প্রতিটি শব্দে স্তব্ধ হিম স্পন্দন ছাড়া তো
অন্য কিছু নেই অন্য কোনো কিছু সাংকেতিক কিছু

এভাবে আমার পথ শুরু হয় শেষ না হতেই
কিছুই বিনষ্ট হয় না ব্যর্থ হয় না জীবনের ধন
আশ্বাসবচনবিদ্ধ ভেসে যাই ভেসে যেতে যেতে
বুকচাপা জলে কৌতূহলে দেখি দুরূহ আকাশ

যতখানি দাহ থাকবে ততখানি হিম, মনে মনে
গাণিতিক অসমীকরণে তার আনন্দ ধরে না
নখদর্পণে কি তবে ধরা পড়ছে মুখর প্রচ্ছদ
বিষণ্ণ যমুনা জলে তবে ভাসছে শ্লোকোত্তরা নদী

জানি না, জানে না সেও, শুধু ধর্ম হাতে ধ'রে নেয়
প্রতিহত পথে পথে, আমরা ভীরু, সহস্র সহস্রবার ভীরু
ছেড়ে যেতে সাহস হয় না, ফেলে যেতে, ধুয়ে মুছে যেতে
তাছাড়া প্রতিটি শব্দে স্তব্ধ হিম স্পন্দন চমকায়

ফেরা

কার সঙ্গে কথা বলবো? কার সঙ্গে কথা বলবো বলো?
অপেক্ষা অপেক্ষা আর অপেক্ষা—
কখন ফিরবো ঘরে।
কথা না বলেও হাসবো, তুমিও,
জড়িয়ে দেবে হাওয়া
কার মুখে তাকাবো যে কার চোখে চেয়ে দেখবো
আমার বিষণ্ণ ম্লান মুখ।

লজ্জা

সেদিন ছিলে আমার এখন ওদের
আমি হৃৎকমলে
গোপন রাখি ব্যক্তিগত এ নির্বোধের
ঈর্ষাজলে
সেদিন ছিলে আমার এখন ওদের
আমি আমার মতো
পৌত্তলিকের আবদ্ধমূল ক্রোধের
কাছে লজ্জানত।

প্রান্তর

যারা মিথ্যে এত দূরে নিয়ে এল তাদের ওপরে
তোমার মানায় না ক্রোধ। যারা এত দূরে এনে একা
ফেলে রেখে গেল কেন তাদেরও ওপরে
অভিমান? চলো ধীরে ধীরে এই প্রান্তর পেরোই।

হয়তো মানুষ নেই, কিছু তাল খেজুর রয়েছে
কিছু কাঁটালতা আছে ধুলোর বালির ঝড় জল
তবু স্পষ্ট শাদা পথ পায়ে চলা স্তব্ধ পথরেখা।

আসলে জানে না কেউ, ভান করে, তাই এরকম
তাছাড়া প্রত্যেককে পার হতে হয় প্রচ্ছন্ন প্রান্তর

দেখ এ শরীরে আজ সর্বপায়ী প্রবল পিপাসা।

চিনতে পারা

চিনতে পারেন? তাকাই সভয়, মিছেই মাথা নাড়ি
মনে পড়ে না, বোকার মতন হাসি, হঠাৎ গাড়ি
দাঁড়ায় এবং বাঁচায় এসে, গাড়ির মধ্যে এসে
আবার, পারেন চিনতে? খানিক শুকনো গলায় কেশে
হাসতে থাকি, আজ কী গুমোট, বৃষ্টি হবে বোধহয়
আপনি কি রোজ এতেই ফেরেন, কাটাই, হঠাৎ শুধোয়
সেই লেখাটা? ছাপেননি যে, আরেকখানা ছোট—
বলতে বলতে স্টেশন আসে, এক ঠোঙা আখরোট ও
একখানা হাত লোমশ বলে চিনতে পারেন? মাথা
একদিকে কাৎ করেই থাকি, তিনিই যেন ত্রাতা
দু'হাত দিয়ে করেন সোজা চিনতে পারেন ধ্বনি
বাজতে থাকে শিরায় শিরায়, ঝাঁপ দেবো এক্ষুনি
ওভারব্রীজের রেলিং থেকে? বুকের ভিতর থেকে
নিজেই বলি নিজেকে আজ চিনতে পারেন একে?

ভাষা

আমাকেই স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে? কেন?
সন্ধ্যার পাখির ডানা থেকে
ঝ'রে যেতে যেতে
রোদ্দুর কী বলে তুমি জানো?
বৃষ্টির ঝালর তুলে কার মুখ কাজল সজল
দেখেছো কখনো?
কোনোদিন বেরিয়েছো একটি তারার নীল ম্লান ইশারাতে?
তাহলে? তাহলে কেন শুধুই আমাকে
তোমার বোঝার জন্যে স্পষ্ট ক'রে ব'লে দিতে হবে!
তোমার সমস্ত কথা নিজেই বলো কি?
তবু আমি বুঝি
আমি ঠিক পড়ে নিতে পারি কী কী লেখা ওই মুখে।
তাহলে? তাহলে?

গঙ্গা

শ্মশানে কি ভালবাসা নেই?
সেখানে চোখের জল পড়ে না কখনো?
কালু ডোম? কোনোকিছু নেই?

বলো জেগে থাকা সাক্ষী বট
বলো বহুদর্শী তুমি নদী
পাথর বাঁধানো জীর্ণ ঘাট

প্রতিটি শিকড় ছিঁড়ে তবে
দেখবে দিপ্সনা হৃদয়ে
ছড়িয়ে দিয়েছে কোজাগর

নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে দাও

নৌকোয় নিশ্চিন্ত কালু ডোম
অন্ধকারে ডুবে যায় নদী
হাওয়ায় দু-একটি অগ্নিকণা।

আজ

আজকে ওরা অপরাজেয়
স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী
মূল্যবোধের দোহাই পেড়ে
কিছু কি আর পারি
আজকে ওদের দিন এসেছে
আজ আমাদের রাত
কী হবে হা হুতাশ করে
এই অভিশম্পাত
তামাম দেহে তামাশা তাই
লোক হয়েছে জড়ো
দালালদেরও মুখগুলি সব
শুকিয়ে গেছে বড়ো
পুঁথির পাতায় আর্ষবচন
সম্ভবামী বাণী
আজ সভয়ে জানলা খুলে
দাঁড়িয়ে তবু আমি!

প্রারব্ধ

যতদূর যাবে শুধু বালি আর বালি আর পাথর
যতদূর যাবে শুধু উত্তাপ আর তৃষ্ণা আর দহন
যতদূর যাবে শুধু স্ফুলিঙ্গ আর ভস্ম আর স্মৃতি

তোমার জন্যে কেউ অপেক্ষা করে নেই, কেউ উপেক্ষা ও
তোমার জন্যে কোনো মুক্তি নেই কোথাও, কোনো বন্ধনও
তোমার জন্যে কোনো ভালবাসা নেই, ঘৃণাও

যতদূর যাবে শুধু বাকল আর বাকল আর পাথর

লেখার জন্যে

সারাদিন ক্লাশ ব্ল্যাকবোর্ড চকের গুঁড়ো
সারাদিন ইনক্রিমেন্ট প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ইউ এস সিক্সটি ফোর
সারাদিন মোটা দাগের কথাবার্তা

সারাদিন বাসের জন্য অপেক্ষা অপেক্ষা আর অপেক্ষা

সন্ধেয় ঘরে ফিরে আর তোমার জন্যে কিছু থাকে না।

সহকর্মী

একটি শব্দকে আমি কোনোদিন এলোমেলো ক'রে
অন্য অর্থবহ ক'রে বানাতে পারিনি
আপ্রাণ খেটেছি তার তৃতীয় বর্ণটি যদি
বর্ণান্তরিত একটি পঞ্চমবর্ণের
রূপ দেওয়া যেত
যায়নি।
তাই আপাততঃ একটি মাত্র ক্লাশ
সমস্ত দিনের শেষে দিয়ে ওরা চলে যেতে দেখে
আমার লাস্ট বাস।

পাঠক

ওরা খুব বেশি দূর এগোবে না
হাতের নাগালে যতটুকু পাবে
যদি ভালো লাগে ভালো ব্যস
নাহলে মিলিয়ে যাবে কুয়াশায়

ওরা কোনো আঙ্গিক টাঙ্গিক
দেখবে না শব্দের লতাপাতা
সরিয়ে ঝর্ণা অন্তর্নিহিত
পিপাসাবোধের অতীত।

ভোরের স্বপ্ন

আজ এক অতিথি আসবেন
না কোনো খবর নেই।
তবু মনে হচ্ছে আসবেন।
আমার সমস্ত ঘরদোর
সুগন্ধে সুগন্ধে ভ'রে যাবে।

জীবিকা

মন খারাপ নিয়ে জীবিকাস্থলের দিকে যাই
সারাদিন দমবন্ধ হাহাকার

ভাগ্যিস তোমাকে জীবিকা করিনি।

সাক্ষ্য

এই কথা আমি পূর্বে বলেছিলাম।
ওরা তা শোনেনি।
আজ সব স্থির হলে
চরাচরময় অকূল মায়াবী জলে
পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে সে কথা।
আমার, আমারই!
সাক্ষ্য প্রতিব্রতা
ব্রততী।
একথা বলো আমি বলিনি কি?

নৌকো

বন্ধুর শরীর থেকে তুলে নাও সমস্ত নির্জন।
মন থেকে? নিতে নিতে ফিরে চাও আমার এ মুখে।
আমার শরীর তত শক্ত নয়। তাই সমর্পণ।
সমস্ত পরিধি ভেঙে সুকুমারী কিন্নরী, বন্ধুকে।

কিন্তু দেখো কোনোদিন এরকম স্বপ্নেও ভাবিনি
সত্য এত বিস্ময়ের আমরা জেনেছি অনায়াসে
যৌথ রোমাঞ্চের জলে টলোমলো যে জীবনখানি
নির্দিষ্ট নৌকোয় ঠিক তুলে নিতে সে প্রেমিক আসে।

অবস্থান

আমার কিছুই নেই। তবু এসে হাত পাতো রোজ।
জানালা দরজা খোলা। অসাড় ঘুমন্ত। এক নদী
কোথায় সতর্ক জেগে চেয়ে থাকে। আমি তার খোঁজ
পাইনি। তাছাড়া আপাতত আমি বিশ্বাসবিরোধী।

সামান্য পিঁপড়েও জানে এ আমার অভিমান কিনা
প্রত্যহ প্রকীর্ণ প্রাণে পিপাসাপ্রবণ নীল হাওয়া
জানে কতদূর যাবো, যেতে পারি, নিজেই জানি না—
আমার কিছুই নেই, জেগে আছি অন্ধ ভূতে পাওয়া।

গোপন

তবু যদি দিতে হবে এই নাও অশরীরী হাত
রক্তচলাচলাহীন শিরা উপশিরা ও ধমনী
মণিহীন দুই চক্ষু নিঃস্পন্দ হৃদয় এই নাও
সর্বপায়ী সমস্ত শিকড়।
আরো যদি
দিতে হয় কোনোদিন কারো হাতে তাই
গোপন করেছি নীল অপমান নিঃস্ব অভিমান।

বালুচরী

এ শুধু আমার জন্যে, সম্পূর্ণ নিজস্ব এই প্রথা
এমন পুরনো রীতি, শেষ হয় না, বদলে যায় না, কোনো
মায়াবী মোচড় নেই, দিক হতে দিগন্তের দিকে
একটি করুণ রেখা চলেছে মন্থর তীক্ষ্ণ নীল
জমেছে পিছনে ছায়া ছায়ার পিছনে শূন্যতায়
সব পাতা ঝ'রে গিয়ে আবার যেমন সব পাতা
ছেয়ে আসা বৃষ্টি থেমে যেমন আবার নেমে আসে
ক্ষান্তি নিয়ে ক্লান্তিহীন অনন্তের তীরে—

এ শুধু আমার জন্যে এই অনুতপ্তঘন মন
এই পৌত্তলিক প্রাণ সমর্পণপ্রবণতা ভয়
গ্রাম্য তাঁতে হাতে বোনা বালুচরী শাড়ীর কাহিনী

তৈরী

যেভাবে সবাই গেছে আমি তৈরী হবো চ'লে যেতে
আমার একটু দেরী হয় যদি তা সম্ভব মেনে নেওয়া
ভীষণ বাধিত হই। শুধু বালি কাঁকুরে প্রান্তর
সামান্য শিকড় ক'টি উপড়ে নেবো মূল্যহীন দু-একটি আসবাব
প্রিয় সাধারণ হাতে তুলে দেবো যৎসামান্য ছায়া
অতিথিপথিক এলে সেটুকুও—ভদ্রাসনটকু
খোলা থাকবে ফণীমনসা কাঁটালতা উইয়ের ঢিবিতে

আমার একটু দেরী হয়, তুমি জানো, অনেক পিছনে
চিরকাল, আজ একটু দ্রুত তৈরী হতে হবে জানি—
বড় একলা ভীতু, তুমি নিজে একটু কষ্ট ক'রে এসো।

চিঠি

মনে পড়ে না 'বিজয়া' লেখা চিঠি?
মনে পড়ে না ইতিতে নাম নেই?
মনে পড়ে না? মনে পড়ে না? তবে—

এবারে দিই না লেখা শাদা পাতা
এবারে নাও 'বিজয়াহীন' চিঠি
আবার লেখা নাও তো হতে পারে।

ভদ্রাসন

জানি ছুঁয়ে লাভ নেই তবু অন্যমনস্কের পায়ে
কাছাকাছি চ'লে যাই
স্পর্শাতীত কী এক বেদনা
সন্ধ্যার সর্বাঙ্গে ঝাপসা জলরেখা শাদা শীর্ণ নদী
তীরের তক্ষক বৃদ্ধ শিমুল কোটরগত পেঁচা
জীর্ণ নামাবলী যেন জমিজমা আদুল পুকুর
ভিটেয় সন্ত্রস্ত ঘাস কাঁটালতা নিরঙ্কুশ মায়া
ভয়ের গল্পের মতো স্তব্ধ একা
আমি ফিরে আসি
ছুঁয়ে কোনো লাভ নেই জেনেও তো অবচেতনের
অনিবার্য জলতলে মগ্ন হই দগ্ধ হই দিন
সমস্ত প্রাক্তন নিয়ে বদ্ধমূল সংস্কার নিয়ে
অনন্ত পিপাসাবিদ্ধ ভদ্রাসন খুঁজে খুঁজে আজও।

প্রলাপ

যতিচিহ্নহীন পংক্তিমালা হাসে আমার খাতায়
ওরা জানে পরিণাম ওরা জানে অনিবার্য কী কী
ঘটতে পারে, আমি ক্রোধে কালিমাখা হাতে
প্রতিভার যাদুমন্ত্র মুণ্ডহীনা ধড়কে হাঁটাই
বাঁচাই গলায় দড়ি-মৃত চাঁদ অশ্বত্থ শাখায়
আরও লোমহর্ষ সব কাণ্ড অন্ধ বধির সমাজে

আর আমার খাতা জুড়ে এলোমেলো প্রলাপেরা হাসে।

রটনা

এখন আর বুঝতে অসুবিধে হয় না
কেন সারারাত বৃষ্টি হচ্ছিল
হাওয়ায় এত পাগলামী
মেঘে মেঘে এত আক্রোশ
এখন আর বুঝতে বাকি নেই
কেন প্রকৃতির ষড়যন্ত্রে
ওরা ধরা পড়ল অমন।

ধূসর পেন্সিল

এসব অভ্যেসগত, দিনলিপির টুকরো টিপছাপ
একজন সামান্য শান্ত মানুষের সুখের দুঃখের
সম্পূর্ণ সহজ কারুকার্যহীন ব্যঞ্জনাবিহীন
প্রতিটি দিনের গল্প প্রতিটি রাতের উপকথা।

এসব বিশ্বাসগত, অতিব্যক্তিগত, কোনো গ্রাম
সর্বাঙ্গে নদীর বৃদ্ধ অশ্বত্থের দীঘির শিকড়ে
শুষে নিয়ে উঠে আসে, পথের শহর অন্ধগলি
ছাড়েনা সহজে কেউ অধিকার, আতুর ক্ষিপ্রতা।
এসব বিষণ্ণ এক গল্পগত গুটিকত আত্মঘাতী রেখা
অপ্রতিভ অপ্রেমের বেকুব ও বোবা বেদনার
অন্ধিসন্ধিফন্দীহীন স্মৃতি অন্ধস্মৃতিলিপ্ত কথা
যেন বা আমারও নয়, আমারই মতন, অন্য কারো।

সব গল্প শেষ হয়, সব কথা, জলমগ্ন হবে সব জানি
বৃষ্টির পিপাসা সব শুষে নেবে একদিন রাতে
সেদিন কে কতোখানি কী হলো তা মনে রাখতে কেউ
দাঁড়াবে না, মাড়াবে না ফেলে যাওয়া কোনো অপচ্ছায়া।

তবুও অভেস্যগত, আঁকিবুঁকি প্রত্যহের ধূসর পেন্সিলে।

ঈশ্বরের খিদে তেষ্টা

একদিন এ বাড়িতে ঈশ্বরের আনাগোনা ছিল
হয়তো তাঁরই জন্যে কতো ফুল ফুটতো বর্ণময় পাতা
বাতাসে আনন্দগন্ধ ঘরে দোরে একরকম আলো
আমরা কৌতূহলে ভয়ে করজোড় তাকিয়ে দেখতাম

গার্হস্থ্য শয্যাই হয়তো ঈশ্বরের পক্ষে ভালো নয়
তাই একদিন তাঁর ঘুম হলো না দুদিন তিনদিন
প্রকৃতি সমস্ত বুঝে সে ব্যবস্থা নিজে হাতে সম্পন্ন করলেন

তবু আর তিনি এই পথ দিয়ে পেরোলেন না আজও
ঈশ্বরেরও খিদে আছে তেষ্টা আছে লোকভয় আছে!

শ্যামা

এখন তোমার মুখের দিকে তাকাতে কেঁপে উঠি
সহজ কথা সাহস ক'রে বলতে শতদ্বিধা
কষ্টে লেখা চিঠিও ডাকে ফেলি না কোনোদিন
রক্তমেঘে সন্ধ্যা যায় বসি না গিয়ে মাঠে
এখন মন কী উন্মন! গল্প সব ছবি।

একেই বলে অবেলা সখি, গোধূলি বলে একে
ফেরাও মুখ ফেরাও তুমি এলে না আমি যাই
আসলে আজ ক্লান্ত আজ অশ্বারোহী নই
দিগন্তের বন্ধ দ্বার উন্মোচন করে
তোমাকে নিয়ে যেতে কি আর ক্ষমতা আছে বলো?

তোমার কোনো বয়স নেই তোমার থামা নেই
হিংস্র ফণা দংশনের দাহ ও চাবুকের
সমোল্লাস জানায় ত্রাস আলিঙ্গন জুলে
কুটিল কটি ভঙ্গিমায় নিম্ননাভি শ্যামা
স্তব্ধ এই যৌবনের কবিকে ক্ষমা করো।

১২ নভেম্বর রাত

সব আছে সবই তেমনি আছে ঘরে দোরে
সেই ব্যস্ত সকালের ছুটোছুটি
তেমনি সারাদিন
কেউ কিছুই ভাববে না কারো মনেই পড়বে না
শুধু অন্ধকার শান্ত প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে
হাত নাড়ছো—
আর এই বুক থেকে শুষে নিচ্ছো সব
সমস্ত সংসার খালি ক'রে।

ভার

এইসব এইসব কিছু
এর নাম আমার সংসার
ধুলোয় বালিতে বাঁধা গিঁট
শিকড়ে শিকড়ে হাহাকার

এইসব এইসব কিছু
আমার নিজস্ব ব্যক্তিগত
নিরভিমানের গাঢ় নীলে
নিরঞ্জন নিঃস্ব ওতপ্রোত
এইসব এইসব ভার

কাঁধে তুলে দিয়েছে আমার।

দৃশ্য

একটি দৃশ্যের জন্যে ব'সে থাকি রোদে জলে পুড়ে
সে দৃশ্য রচনা করে ওরা মাঝে মাঝে এসে রাতে
তারপর পাগলের মতো দিন রাত মাস যায়
আসে না আসে না ওরা, সহসা আমার শিরদাঁড়া
এদিন কেঁপে ওঠে দেখি আকাশের সব তারা
ওদের এনেছে ডেকে রাতের বাতাস আর জ্বালা
আমার দুচোখে ভাসে রক্তে জলে প্রেমে ফালাফালা।

তরুণ কবি ১

তুমি চুমুকে চুমুকে বিষ পান করো
ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলো নিজেকে
শতচ্ছিন্ন করো হৃদয়
দাঁড়িয়ে থেকো না কারো অপেক্ষায়
উপেক্ষায় বিদীর্ণ ক'রে ফেল কালো মেঘ জ্যোৎস্না
ফণা লুকোবার প্রয়োজন নেই
উদ্যত ছোবল তোমার সামনে
ত্রস্ত হোক গণনেতা ধর্মযাজক ভাঁড়
বহুদিন শিল্পের বারান্দায়
তোমার জন্যে তাকিয়ে রয়েছে
কবিতা।

তরুণ কবি ২

তুমি চিঠি লেখোনা কেন
কেন দেখা করোনা কখনো
আমার কবিতা মুখস্থ করো
কাকে শোনাও?
আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারি
অচেনা অনেক কিছু চেনাতে পারি
অজানা অনেক কিছু জানাতে পারি
জাগাতে পারি তোমার কুণ্ডলিনী

প্রেমের মতন

আর একটিবার যাবো
আর একটি দিন জোকায়

আর একটিবার দেশ-এ
লিফ্‌টে শুধু দুজন

আর একটি বার মুখে
একটি চামচ সুধা

আর একটিবার যাবো
আমার জন্যে রাখা

সার্টখানা কি আছে
হলোই বা পুরনো

আর একটিবার শুধু

তোমার পদ্ম তোমার বিষ
একচক্ষু ভ্রমর উদ্যত ছোবল
আগুনের নেশা পাগলামী
তুমি লিখে শেষ করতে পারবে না
এত সব ...

তরুণ কবি ৩

স্বর্গের কাঙাল তুমি চেয়ে আছ পথে
কেউ এসে নিয়ে যাবে হাত ধ'রে ঠিক
তুমি তার ঠিকানা জানো না—
আমি যে তোমাকে নিয়ে যেতে অনুরূপ
কাঙাল—অনেকবার ওই পথে যাই
দেখি প্রতীক্ষায় চেয়ে আছো—
যদি বলি, আমি সেই আমি নেই, তুমি
বিশ্বাস করবে কি?
তোমার নিজস্ব স্বর্গ আমার নিজস্ব স্বর্গ
প্রত্যেকের নিজস্ব স্বর্গের
ডাইরেক্টরি কি পাওয়া যায়?
না গেলে আমার স্বর্গে তুমি এসো, আমি
তোমার—তারপর
ভেঙে ফেলবো বার্লিন প্রাচীর।

তরুণ কবি ৪

তুমি যখন সলজ্জ নির্জনে উন্মোচন করতে থাকো নিজেকে
যখন তোমার পাতালবদ্ধ জল উদ্দাম ঢেউ তুলতে থাকে
আকাশতৃষ্ণা থর থর ক'রে গড়িয়ে যেতে থাকে দিগন্তের পর দিগন্তে
তুমি জানো না কে তখন তোমাকে টাল সামলে নিয়ে যায়
জানো! বলো, তার নাম বলো, তার নাম বলো একবার—
এই কাতর প্রার্থনাপ্রবণ হৃৎস্পন্দন ধরিত্রীর সমস্ত শস্যে শিহরিত হয়

ভাগ্য

এই নাও আজন্ম বিমুখ
আমার প্রারব্ধ ক্রিয়মান
সামান্য সন্তাপ দুঃখ সুখ
যৎসামান্য মান অপমান

যা দিয়েছ তুমি এতকাল
অক্লেশে নিয়েছি দুটি হাতে
আজ দেখ আকাশ পাতাল
জলমগ্ন রীতিহীনতাতে

এসবই এদেশীয় দর্শন
সম্পূর্ণ নিজস্ব সান্ত্বনার
আমার এ পৌত্তলিক মন
খুঁজে পায় মরমী উদ্ধার

এই নাও জয়পত্র আজ
এই নাও সসাগরা সব
থাক আমার বধির সমাজ
নির্বোধ জটিল কলরব

যেভাবে একদিন

এইভাবে ডায়রীর পাতা ভ'রে উঠতে থাকবে
আমার নিজস্ব কথায় আমার ব্যক্তিগত কাহিনীহীন গল্পে

এইভাবে জ্ব'লে উঠতে থাকবে সব লাল পাতা
আমার একান্ত সংগোপন বিষে সর্পিল প্রবণতায়

তোমার হাত থেকে ঝ'রে পড়তে থাকবে শীত হেমন্ত বর্ষা
আমার মুখের ওপর বুকের ওপর হৃদয়ের শিরায় শিরায়

পৃথিবীর এক আশ্চর্য নিরাময়ের মতো জেগে উঠতে থাকবে গান
যখন তোমার নির্জনতা নিংড়ে সেই অলীক পদ্ম পাপড়ি মেলে দেবে

আমার জন্যে নয় আমার জন্যে নয় আমার জন্যে নয়
তার জন্যে নয় তাহার জন্যে নয় তাদের জন্যে নয়

তোমার অন্তর্গত এক আলোকিত নীল পুরুষের জন্যে
এইভাবে—যেভাবে একদিন তোমার ঈশ্বরদর্শন হয়েছিলো

জেনে নিতে

তুমিই ঈশ্বর কিনা জেনে নিতে দ্বিতীয় মেরুতে।
তুমিই শয়তান কিনা বুঝে নিতে পানীয় ও নারী।
এই সবে বেলা গেল। ইচ্ছে ক'রে একবার ছুঁতে।
ক্ষতিপূণের ইচ্ছে অন্তর্গত হয়তো সবারই।

আর একবার পেলে গেরো দেবো আঁচলে তোমাকে।
তোমার নারীকে নিয়ে নিন্দা রটাবো না, যাকে চেপে
তুমি রসমাটি করো চন্দ্রভেদ করো যাকে তাকে
আমি দেখব বৃষ্টি এসে কী রকম ঢেকে দিচ্ছে ঝেঁপে।

ঘরানা

কিছুই বোঝো না তাই ভেঙে দিতে বলো
আমি হাসি উপেক্ষায় অথবা কৌতুকে
তোমরা গড়ো সংঘ গড়ো দলও
আমি আজও সভ্য নই সুখে ও অসুখে

বয়স

এবার নিজের কাঁধে ভর ক'রে হাঁটি
বিকেলের মুখ দেখি নদীর কিনারে
শাড়িতে কল্কে ও কাঁটা করবী ও ঝাঁটি
বালুচরী জ্বলে নিভে ওই শ্রেণীভারে

কবি

বিবাহ ছাড়া কি কবি পাবে না ও দেহ?
কে আর বিবাহ করে এমন প্রৌঢ়কে!
তাহলে বাৎসল্য থাক সুনিবিড় স্নেহ
তোমাকে ছিঁড়ুক ওই যুবকেরা রকে।

অভিজ্ঞতা

কতোটুকু জানি? তাই এরকম। তুমি
না শেখালে? শুধু চৌষট্টি কি? আরো
সহস্র কলাদক্ষ হবো, না হলে
তুমিও পাবে না কখনো অব্যাহতি।

পূর্ণাহুতি

আর কি তোমাকে রক্ষা করতে পারি?
মুহূর্তে নয় সাতটি বছর ধ'রে—
আমি প্ররোচিত করেছি অবশ্য তো
অরণি সমিধ অগ্নি যজ্ঞে আমি পুরোহিত আজও
যিনি গিয়েছেন আমাকে এ পদে রেখে
আজ সবই তাঁকে সঁপে দিই এ আহুতি।

আবার ময়ূরাক্ষী

আবার ময়ুরাক্ষী।
ময়ূরাক্ষী ট্রেন।
ময়ূরাক্ষী নদী।
ময়ূরাক্ষী ট্রেন নদী ছাপিয়ে
এক ঘরদোর শূন্যতা
রেবার গোপন অশ্রু
আমার গোপনতম হাহাকার।

রাকা আজ গেল।
বাবা সেদিন গেছে।
বুলু কবে।

আমরা যাইনা।
আমরা স্মৃতিভুক
আমরা গৃহভুক
আমরা বদ্ধমূল
শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত
স্তব্ধ।

আমাদের নদীর নাম
গন্ধেশ্বরী
আমাদের নদীর নাম
কাঁসাই
আমাদের ট্রেনের নাম
আবহমান।

ভেজা পাণ্ডুলিপি

সমস্ত আমার কথা? সব? তবে তোমাদের? দেখ
কোথাও কী ভুল হলো, আমি তো কখনো
নিজেকে ভাবিনি একা, কোনোদিন, যেখানে কাউকে
পাইনি হাতের কাছে আমার চোখের কাছে হৃদয়ের কাছে
শুধু সেখানেই একা, তাও সেই একাকীত্ব থেকে
সব অন্তর্গত দেখে আমি অন্তর্নিহিত হয়েছি—
তাই শুক্লা চিঠি লিখলো তাই ঝরলো এই শীতে পাতা
ভেসে যেতে যেতে তার হাতে পড়লো ভেজা পাণ্ডুলিপি।

আমাদের পথ

তুমি কারও কথা শুনে এই পথ থেকে চ'লে গেলে
কী হবে আমার? আমি সারাদিন কতো অজুহাতে
এখানে দাঁড়িয়ে থাকি তুমি আসবে তুমি যাবে ব'লে
আসার যাবার পর সারা পথ সারাদিন সারারাত
ধুলোর রোমাঞ্চ নিয়ে আমাকে পাগল করবে ব'লে
তুমি কারো কথা শুনে ওদের বাঁধানো পথে ভুলেও যেও না
ওখানে অপেক্ষা নেই ওখানে প্রতীক্ষা নেই পাতাঝরা নেই
পথের ধুলোর তীব্র সংবেদনে রোমাঞ্চ কাতর সন্ধেবেলা।

আমার জন্যেই

অনেকদিন তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হলো
এবার আমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক।

এই মনোভার ওই দুহাতে তুলে দিই
তুমি গ্রহণ করো, আমাকে গ্রহণ করো।

এই একাকীত্ব থেকে নির্জন থেকে
প্রতিটি শিকড়ে নক্ষত্রে ছড়িয়ে দাও।

বহুদিন আবৃত রয়েছি দুজনেই
এবার উন্মোচন হোক, উন্মোচন হোক।

ব্যবধানহীন বিচ্ছেদহীন আমি
আমার জন্যেই এবার স্তব্ধ হই, সখা।

বয়স

এবার নিজের কাঁধে ভর ক'রে হাঁটি
বিকেলের মুখ দেখি নদীর কিনারে
শাড়িতে কল্কে ও কাঁটা করবী ও ঝাঁটি
বালুচরী জ্বলে নিভে ওই শ্রেণীভারে

কবি

বিবাহ ছাড়া কি কবি পাবে না ও দেহ?
কে আর বিবাহ করে এমন প্রৌঢ়কে!
তাহলে বাৎসল্য থাক সুনিবিড় স্নেহ
তোমাকে ছিঁড়ুক ওই যুবকেরা রকে।

অভিজ্ঞতা

কতোটুকু জানি? তাই এরকম। তুমি
না শেখালে? শুধু চৌষট্টি কি? আরো
সহস্র কলাদক্ষ হবো, না হলে
তুমিও পাবে না কখনো অব্যাহতি।

পূর্ণাহুতি

আর কি তোমাকে রক্ষা করতে পারি?
মুহূর্তে নয় সাতটি বছর ধ'রে—
আমি প্ররোচিত করেছি অবশ্য তো
অরণি সমিধ অগ্নি যজ্ঞে আমি পুরোহিত আজও
যিনি গিয়েছেন আমাকে এ পদে রেখে
আজ সবই তাঁকে সঁপে দিই এ আহুতি।

আবার ময়ূরাক্ষী

আবার ময়ুরাক্ষী।
ময়ূরাক্ষী ট্রেন।
ময়ূরাক্ষী নদী।
ময়ূরাক্ষী ট্রেন নদী ছাপিয়ে
এক ঘরদোর শূন্যতা
রেবার গোপন অশ্রু
আমার গোপনতম হাহাকার।

রাকা আজ গেল।
বাবা সেদিন গেছে।
বুলু কবে।

আমরা যাইনা।
আমরা স্মৃতিভুক
আমরা গৃহভুক
আমরা বদ্ধমূল
শাখাপ্রশাখার আন্দোলিত
স্তব্ধ।

আমাদের নদীর নাম
গন্ধেশ্বরী
আমাদের নদীর নাম
কাঁসাই
আমাদের ট্রেনের নাম
আবহমান।

ভেজা পাণ্ডুলিপি

সমস্ত আমার কথা? সব? তবে তোমাদের? দেখ
কোথাও কী ভুল হলো, আমি তো কখনো
নিজেকে ভাবিনি একা, কোনোদিন, যেখানে কাউকে
পাইনি হাতের কাছে আমার চোখের কাছে হৃদয়ের কাছে
শুধু সেখানেই একা, তাও সেই একাকীত্ব থেকে
সব অন্তর্গত দেখে আমি অন্তর্নিহিত হয়েছি—
তাই শুক্লা চিঠি লিখলো তাই ঝরলো এই শীতে পাতা
ভেসে যেতে যেতে তার হাতে পড়লো ভেজা পাণ্ডুলিপি।

আমাদের পথ

তুমি কারও কথা শুনে এই পথ থেকে চ'লে গেলে
কী হবে আমার? আমি সারাদিন কতো অজুহাতে
এখানে দাঁড়িয়ে থাকি তুমি আসবে তুমি যাবে ব'লে
আসার যাবার পর সারা পথ সারাদিন সারারাত
ধুলোর রোমাঞ্চ নিয়ে আমাকে পাগল করবে ব'লে
তুমি কারো কথা শুনে ওদের বাঁধানো পথে ভুলেও যেও না
ওখানে অপেক্ষা নেই ওখানে প্রতীক্ষা নেই পাতাঝরা নেই
পথের ধুলোর তীব্র সংবেদনে রোমাঞ্চ কাতর সন্ধেবেলা।

আমার জন্যেই

অনেকদিন তোমার ইচ্ছে পূর্ণ হলো
এবার আমার ইচ্ছে পূর্ণ হোক।

এই মনোভার ওই দুহাতে তুলে দিই
তুমি গ্রহণ করো, আমাকে গ্রহণ করো।

এই একাকীত্ব থেকে নির্জন থেকে
প্রতিটি শিকড়ে নক্ষত্রে ছড়িয়ে দাও।

বহুদিন আবৃত রয়েছি দুজনেই
এবার উন্মোচন হোক, উন্মোচন হোক।

ব্যবধানহীন বিচ্ছেদহীন আমি
আমার জন্যেই এবার স্তব্ধ হই, সখা।

সর্বস্ব

এখন অপমানের অন্ধকার আমাকে স্পর্শ ক'রে বলে ঃ
তুমি স্তব্ধ হও।
এখন প্রত্যাখ্যান হাতে হাত রেখে পথের মোড় পর্যন্ত এসে
প্রত্যুৎগমন করে।
সম্বর্ধনার চূড়ান্ত মুহূর্ত সহসা স্খলিত হতে হতে
অনাশ্রিত হয়ে যায়।
পৃথিবীর সমস্ত সন্ন্যাসীর গোপন প্রচ্ছদ আমার
গার্হস্থ্য শিল্পে অনুপ্রবেশ করে।
আমার ব্যবহৃত অব্যবহৃত অস্থির কলা
অবৈধ মাত্রায় প্রাণপণ
মুক্তি পেতে চায়
আর আমি পদ্য থেকে গদ্য থেকে ছন্দ থেকে ছন্দহীনতা থেকে
অন্তর্নিহিত কবিতায়
তুলে ধরি আমার সর্বস্ব।

দাঁড়িয়ে থাকবো

আজ যদি তোমার কাছে যাই
তুমি মুখ ফিরিয়ে নিলেও
আমি দাঁড়িয়ে থাকবো

দেখবো তোমার ছেঁড়াখোঁড়া সন্ন্যাসের
ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি মারা
আমার গার্হস্থ্য

তোমার জটা বল্কলের গম্ভীর আড়ালে
চরিত্রহীন চিরুণি
অসমীচীন যৌনাচার

নির্বোধ অসাড় চেলাচামুণ্ডাদের
ঘিরে থাকা দুলতে থাকা দেখতে দেখতে
হেসে উঠবে প্রবেশ প্রস্থান

আসা যাওয়া

কোথাও আমার নাম নেই!
কোনো স্মৃতি কোনো চিহ্ন নেই!

শুধু বালি শুধু ধূধূ বালি
শুধু হাওয়া শুধু হুহু হাওয়া।

আর নীল আর নীল ঢেউ।

কেন বার বার ফিরে আসি
রেখে যেতে চাই নিজেকে যে!

দিয়ে যেতে নিয়ে যেতে যত
আমারই বেদনা হাহাকার!

শুধু নীল শুধু নীল ঢেউ।

আর যদি তোমার কাছে না যাই
তুমি তাকিয়ে থাকলেও
তাকিয়ে থাকলেও

আমার অর্জিত অন্তর্লীনতায়
আমি দাঁড়িয়ে থাকবো

সত্য

তোমার বিরুদ্ধে আমার যা বলার
মাত্র কয়েকটি কবিতাই
তা কবে শেষ ক'রে দিয়েছে

ব্যক্তিগত বিকেল অতি ব্যক্তিগত সন্ধে
ক্ষতিপূরণ ক'রে দিয়েছে সব
হাতে বাঁধা এখন অক্ষয় কবচ

এখন যে কোনো পাড়ায়
যে কোনো পার্কে
যে কোনো পথে
দেখতে পাই
আমার সম্বন্ধে সাবধানবাণী সাঁটা রয়েছে
তাতে তোমার স্বাক্ষর

সংঘ আমাকে ত্যাগ করেছে
না আমি সংঘ ছেড়ে দিয়েছি
এ নিয়ে দুদল
আমার শিল্পের সীমানায় অনুপ্রবেশ করতে চায়

কৃষ্ণসত্য লোল রসনায় মুণ্ডমালা পরে
যেখানে দাঁড়িয়ে থাকে

টান

টান করে বাঁধো, সব ঢিলে হয়ে গেছে, বেজে উঠি
সমস্ত হৃদয় দেখো থরো থরো সুরের ব্যথায়।

এখনই

এখনই
এমন কথা বলো না যার
চূড়ান্ত

আমরা
কেউই দেখে বলতে পারি
মানবো না।

এখনই
সাহস করে সত্যি কথা
বলার কি

হয়েছে
সময়? দেখ সংঘে কেমন
সূর্য্য

কী রকম
ধারণ করে ধর্ম স্রোতের
বিরুদ্ধে

কতদূর
স্বাধীন এবং স্বয়ংক্রিয়
স্ফুলিঙ্গ

এখনই
চাপের মুখে পড়ার কোনো
কারণ তো

দেখি না।
বেশ তো হাওয়া বইছে মৃদু
মন্দ না।

কৃষ্ণযমুনা

যেন তোমার জন্যে শুধু তোমার জন্যে
লিখে যেতে পারি আর কিছুদিন

তোমার জন্যে আমার আজও ভাষা নেই
আজও আমার বক্তব্য নেই

তুমি কাছে না দূরে আছো না নেই
তাও জানা হলো না এখনো

শুধু নিকষ নিবিড় অন্ধকারে
গহন গম্ভীর বেদনার রহস্য

শুধু অন্তহীন রহস্যের যবনিকা
চকিতে হাওয়ায় দুলে ওঠে যেন দুলে ওঠে

শেকড়শুদ্ধ আমি ছিঁড়েখুঁড়ে যাই
আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় কৃষ্ণযমুনা

মৃত্যুমুখী জীবনমুখী

এমনি ক'রেই দীর্ঘ দুপুর পার হয়ে এই
ধূসর বিকেল মগ্ন হলো
ব্যাকুল হলে পদ্মপাতায় যেমন কাঁপে কয়েক ফোঁটা
যেমন ভোরে শিশির ভেজা ঘাসের বুকে
শিউলি থাকে
কিংবা করুণ মায়ের দুচোখ ঝাপসা সজল স্মৃতির ভিতর
ওপার থেকে স্তব্ধ গভীর নীল কুয়াশায়
ঢাকলো এপার
ছড়িয়ে থাকা ভুলের ভাঙা টুকরো, ঢাকে গড়িয়ে থাকা
ব্যথার কুচি চূর্ণ জীবন খড়কুটো সব
ভাসলো আমার চোখের সামনে
এমনি ক'রে
বাতাসে তার আভাস পেয়ে আকাশ কাঁপে
সারাটা রাত

কৃষ্ণযমুনা ২

কে আমাকে দিয়ে গেছে, কে সে
মনে নেই, শুধু আসে ভেসে
সুগন্ধের মতো অন্ধকার।
আমি কাকে দেব এই ভার?

বলো শীর্ণ শাদা পথ রেখা
নিঃসঙ্গ শিমুল নদী একা
বলো বৃদ্ধ অশ্বত্থের ডাল
দীর্ঘ প্রসারিত বাঁকা খাল

এই মনোভার দেব কাকে?
যে আমাকে ভালবাসে তাকে?
এ দেহ এমন ভেসে যায়
প্রবাদের কৃষ্ণযমুনায়।

উদ্বেগে নীল
আমার মুখে তাকিয়ে থাকে তারায় তারায়
এমনি ক'রেই পার হয়ে যায়
সকাল দুপুর বিকেল সন্ধ্যা
রাতের কোলে
এক এক জন্ম
মৃত্যুমুখী? জীবনমুখী?

আমরা

একটি কবিতা ছেপে দেব ব'লে আমাকে সারাটা রাত
একা রেখে সেই উন্মাদ হাওয়া পুরুলিয়া এক্সপ্রেসে
রাজধানী চ'লে গেছে কোন ভোরে; আমার দুখানি হাত
শুশুনিয়া আর অযোধ্যা ধ'রে রয়েছে কী অক্লেশে

একটি কবিতা লিখে দেব ব'লে তোমাকে সারাটা দিন
ছিঁড়ে খুঁড়ে নেওয়া ভিড়ে কোলাহলে ফেলে চ'লে গেছে; তার
রাজকীয় সেই ভিক্ষার গ্লানি অচরিতার্থ ঋণ
দুহাতে তোমার; আমরা পেরোই আজও মোহান্ধকার!

আজ আমার

আর আমার সন্ধে নেই আহ্নিক করি না
রক্তে ছায়াছন্দ ভুল পাতাঝরা শব্দের আঘাত
তোমার কোথাও কোনো চিহ্ন নেই তবু
ভালবাসা ধাবমান ভালবাসা কেন যে বুঝি না
আজ আর আমার কোনো পবিত্রতা নেই
সমস্ত জীবন মুচড়ে বেজে ওঠা ব্যাকুলতা নেই
আকাশ ও নীলাকাশ আমাকে ভাসাও
মেঘ আজ আর আমার নীল ছাড়া শূন্যতাও নেই।

অন্ধকারে

মা, তুমি আমাকে বলো, কিছু না কিছু না।
এসবই মনের ভুল, এসবই মনের ভুল। দেখ
এই আমি মুছে দিচ্ছি। আর আমি তোমার
মুখের মতন দেখি চরাচর সস্নেহে সজল।

মা, তুমি আমাকে নাও ওই কোলে। একহাতে চিবুক
ছুঁয়ে থাকব, অন্যহাতে নেড়ে দেখব জগৎসংসার।
আমার দুদিকই থাক। অনন্তের পথে
মা, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকো, বড় অন্ধকার।

অরূপরতন

আজ বৃষ্টি ধুয়ে দিক আমার আকাশ
আজ বৃষ্টি ধুয়ে দিক আমার মৃত্তিকা
আজ বৃষ্টি শুষে নিক পিপাসা আমার
আজ বৃষ্টি বলে দিক ঃ এরই নাম প্রেম

আর সব শব্দগন্ধ স্পর্শ দিয়ে রূপ
আমাকে ও বক্ষোভারে পীড়িত করুক
ভাঙুক ঘুমের হিমে-নীল যবনিকা।
পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে অরূপরতন।

বলো

শুধু মেঘ শুধু বৃষ্টি হাওয়া
শুধু একলা ভীরু একটি নদী
শুধু জীর্ণ নৌকো দাঁড় বাওয়া—
সজল চোখের জল অবধি

টলোমলো মুগ্ধ টলোমলো ঃ
তুমি বলো তুমি কিছু বলো।

রাত্রিসূক্ত

আমাকে এভাবে তবে নিংড়ে নাও নিঃশেষে নিবিড়।
যেন শুধু তারপর তোমার অপার নীল ছাড়া
কোনো কিছু না থাকে এ অন্ধকার রাত্রির দুহাতে।

ইচ্ছে করে

আমার ভীষণ ইচ্ছে করে একদিন
হাজার চোখের সামনে
তুমি ঠিক আমার মতো
দুর্ঘটনায় পড়ো।

ঘৃণার কবিতা

মৃত্যুকে নিয়ে কবিতা লেখার নাম বিলাসিতা
প্রেম নিয়ে কবিতা লেখার নাম বাচালতা
ঈশ্বর ভণ্ডামী ছাড়া লেখায় স্থান পেতেই পারে না
শুধু নিজেকে নিয়ে নিজের অন্তঃকরণ নিয়ে
কোথাও কারচুপি করা চলে না কোনো ফন্দি না
শুধু নিজের কথা বলো তুমি শুধু নিজের কথা বলো
যে কখনো প্রেম মৃত্যু ঈশ্বর ছাড়া
বাচালতা বিলাসিতা ভণ্ডামী করেনি
তুমি তার জন্যে তোমার ঘৃণার কবিতা রেখে দাও।

কবিতাবনিতা

স্বয়মাগতা ছাড়া সুখদা হয়না জানি
তবু ফুসলিয়ে নিয়ে যেতে ছাড়ে না কেউ
এত লোভ এত রিরংসা এত খিদে!
যেন কেউ মাথার দিব্যি দিয়েছে লিখতে
যেন কেউ অভিশম্পাতের জলগণ্ডুষ নিক্ষেপ করবে এক্ষুনি
তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে এমন পশ্বাচার
এমন অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে পাতালপথে এতদূর নেমে যাওয়া

তবু

কোথাও কোনো দুঃখ নেই
কোথাও কোনো কষ্ট নেই
কোথাও কোনো হাহাকার নেই
এ মনোবেদনা তবু ছিঁড়েখুঁড়ে যায়
কোনোখানে নদী নেই তবু এক দল
আমার পিপাসা খায় অকূলে ভাসায়—

লড়াই

যখন থেকে তুমি লুকোচুরি খেলায় নেমেছো
তখন থেকেই শুরু হয়েছে আমার তোমার সঙ্গে লড়াই।

কথা

কথা ছিল আমারও যাবার
ওই পথে ব্যাকুল প্রান্তরে—
কথা ছিল আমারও যাবার
একান্ত নিজস্ব ওই ঘরে

কথা ছিল তোমারও আসার
এই ঘরে কোনও একদিন
কথা ছিল ভালবাসবার
পরস্পর—রয়ে গেল ঋণ

কথা থাকে কথা ভেসে যায়
অনন্ত জন্মের মোহনায়।

মনে মনে

মনে পড়ে মনে পড়ে মনে
হেঁটে যেতে যেতে অকারণে
মেঘে ঢাকে সারাটা আকাশ
মৃত্তিকা আচ্ছন্ন করে ঘাস
জল পড়ে বিদ্যুৎ চমকায়
পাঁজর গড়িয়ে চলে যায়
স্মৃতির ব্যাকুল হাহাকার
মনে পড়ে মনে পড়ে তার
হৃদয়হীনতা, মনে মনে
ভালবাসা, জীবনে মরণে!

সংস্কার

তুমি যাকে সঙ্গোপনে চেয়েছিলে তাকে
নিজে হাতে একে ওকে বিলিয়ে দিলাম
আমার শূন্যতা জুড়ে উড়ে গেল পুড়ে গেল ভয়।

দাদু

বড় বেশি দেখা শোনা হল।

ভুল দেখা ভুল শোনা বোঝা।

আসলে চোখের দোষ কানও—

না বাবা, না, তা নয় তা নয়।

তাহলে যা বুঝিয়েছে ওরা।

সে ক্ষমতা আছে কি ওদের?

তাহলে আমাকে বলো ফের
দেখে শুনে বুঝে নিতে সব?

বলি, আরও বলি, মুক্ত হও

চমৎকার! দীক্ষা দেবে নাকি?

সে তো বাবা গণনেতা দেবে

তবে ফোটো ফোটো দেখি দাদু

দেখে শুনে বুঝে নাও ঠিক
বলতে বলতে কেটে পড়ে
অনাদিকালের এক দাদু।

লেখা

কেউ তো মাথার দিব্যি দেয়নি, তাহলে?
কেউ তো অন্তিমকালে নেয়নি কথাও!
তর্জনীতে পথে ঘাটে চিহ্নিত করুক
এমত বাসনা বুকে কোনোদিন লালন করোনি—

কোনোখানে দাদা নেই মায়ের ভায়েরা কবে মৃত
ঢাক নেই, নিরস্ত্রের নুন আছে তো পান্না নেই, তার
কী করে সাহস হয় গোপনীয় দু-একটি ব্যথার
জলে ধুয়ে দিতে দ্রবীভূত ক'রে দিতে এইভাবে

দুঃখের এমন কাছে ডেকে নিয়ে যেতে গৈরিকতা!
ছাড়ো, যাও, যেভাবে সে ফেলে গেছে দুপায়ে মাড়িয়ে
ভাসাও ও দেহ জলে স্থূলে সূক্ষ্মে কারণে ভাসাও
তুমি কেন কষ্ট পাও? ওরা হাসে গমকে গমকে

তুমি কেন কষ্ট পাও? তুমি কেন কষ্ট পাও? কবি?

কবিতা

হাজার হাতে দেবো না, এসো সঙ্গোপনে এসো
তোমার হাতে রাখি আমার অশ্রু ফোঁটা ফোঁটা
কাউকে দেখো দেবো না তুমি আমাকে ভালবেসো
তুলেছি বহু কষ্টে ফুল ভিজিয়ে জলে বোঁটা

কাউকে আর দেবো না, এসো গোপনে তুমি আমি
ছাপিয়ে সব এ কলরব দুজনে হাতে হাতে
পিপাসাপ্রিয় এ ব্যথা বুঝি যেমন অনুগামী
নদীটি যায় জলের ভারে অন্তহীন রাতে।

স্বপ্নদেশ

প্রায় ফিরে যাই আর কি, মেঘলা দিন, অপরাহ্ন বেলা
অবসন্ন পায়ে পথে সেগুনের ফুল ঝরছে স্মৃতি
চতুর চরিত্রহীন মগজে শব্দের শব আসক্তির জলে
অস্থির অকূল অন্ধ মৃত্যুহিম, ফিরে যাওয়া ভালো
নিঃশব্দে নিজের কাছে দয়াহীন দেশহীন দায়বদ্ধহীন
প্রায় এরকম স্থির সিদ্ধান্ত সরিয়ে নিলো নীল স্বপ্নদেশ

স্বপ্নদেশ, তুমি বলো আর আমার অধিকার কতোখানি আছে?
মৃত্যুকে দিয়েছি দেহ জীবনকে তাবৎ যন্ত্রণা, মনে মনে—
যতদূর যাওয়া যায় গিয়েছি বিলীয়মান মাটির কিনারে
যেখানে আকাশজোড়া ক্ষয়ক্ষতিচিহ্নহীন পর্যাকুল নীল
লুব্ধ মানুষের শান্ত পালক রক্তের দাগ কোমল করোটি
ঘুমন্ত আতুর স্নেহ ভাঙা বাক্স ইস্তাহার চাঁদের পাথর

এরকমই। অভিজ্ঞতা? জানি না। জারিত জলময়
নক্ষত্রে নক্ষত্রে টানা জালে এই অস্তিত্ব অনড়
ফিরে যাওয়া আসা নেই দেশহীন কালাতীত কোনও
স্বপ্ন নেই—শুধু আছে সারি সারি অনন্ত আত্মার
সরু শীর্ণ শাদা হাত কালো হাত হাতের কঙ্কাল
প্রসারিত করপুটে টলোমলো প্রমাণের সুদীর্ঘ লজ্জার ইতিহাস

দেখা হবে না

আমার সঙ্গে দেখা হবে না।
পুরনো পথ পথের ধুলো
ধুলোর ভেতর স্পষ্ট নিষেধ
স্থির প্রতিবাদ চতুর পথিক
সব ঝুটা হ্যায় সব ঝুটা হ্যায়
আমার সঙ্গে দেখা হবে না।

তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।
সন্ন্যাসী নীল আকাশ
পাতাল গেরুয়া লাল

নিস্পৃহ কাল জলস্রোতে
সব ঝুটা হ্যায় সব ঝুটা হ্যায়
তোমার সঙ্গে দেখা হবে না।

আর আমাদের দেখা হবে না
আর আমাদের দেখা হবে না।

মানবজমিন

একদা একটি কৃষক সহসা পথে
ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তাঁর গম্ভীরা
সোনায় সোনায় ঠাসা, আমি কোনো মতে
হৃদয়ে লুকিয়ে এনেছি একটি হীরা

তারই আলোটুকু সম্বল হেঁটে যাই
অদ্ভুত এই আঁধারে কাঁসাই নদী
এ দেশে ফালতু দিন গেল মিথ্যাই
সোনার কৃষক, আমি যাই নিরবধি।

সৌম্যর জন্যে

তোমাকে নিয়ে যেখানে যাবো আজ
সেখানে পথ পথের পরপারে
থেমেছে গিয়ে ঃ কঠিন কারুকাজ
ধুলোতে তার বালিতে চারধারে

তোমাকে নিয়ে লিখিনি, লিখিনি কি?
আলাদা ক'রে কী হবে বলো কথা
তুমিও শেখো আমিও কিছু শিখি
আকাশজোড়া ভাষার নীরবতা

যে নামে ডাকি সে নামে ভ'রে যায়
পিতৃহীন দগ্ধ এই বুক
তোমাকে নিয়ে লেখা যে কতো দায়
জেনেই আজ ভাষারা উৎসুক

ফোনে

টেলিফোনে কথা হল।
নিরুত্তাপ নিষ্করুণ কথা।
তবু কেন কান্না পায়
তবু কেন মেঘ ক'রে আসে
হৃদয় আকাশে?
টেলিফোনে কথা হল
আমাদের—ভালবাসাহীন!

উৎসর্গ

যার জন্যে যাবো বলেছিলাম
সে নেই
যার জন্যে আসবো বলেছিলাম
সেও নেই
যার জন্যে তাকিয়ে তাকিয়ে
আজ অন্ধ
সে আছে কি নেই কে জানে
যার জন্যে লিখতে লিখতে
ফুরিয়ে এল সব
আমি তার
কেউ না
তবু
উৎসর্গের পাতায় লেখা রইল
তারই নাম।

মৌন জল মুগ্ধ মাটি চুপ
আকাশ স্থির নদীর পরপারে
না লেখা নীল ভাষার এই স্তূপ
তোমারই, নাও আপন অধিকারে।

অসামাজিক

সমাজ সচেতন সমাজ সচেতন হও
বন্ধুদের মুখে শত্রুদের চোখে শুনি
প্রতিক্রিয়াশীল ধর্ম ও সংঘ ও
একটি কথা ব'লে চ'লে যায় ডানকুনি

পথেই ঘুরে ফিরি পথেই দিনরাত যায়
এখন শাদা কালো আলাদা তো দেখছি না
শরীর ভর ক'রে রয়েছে যে আত্মায়
অসচেতন সেও ঃ সমাজ দেখি আছে কিনা

গুটিয়ে নিই ভয়ে লুকিয়ে রাখি এই খাতা
রাখাল বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে তাকে
কবিতা শোনাবোই সে আমার পরিত্রাতা
ঘুম না আসা রাতে লেখায় যে আমাকে

অন্তিম

আমি ভুলে গেছি কবে নতুন ব্যথার জলভারে
অবচেতনের তলে বেশ ছিলে স্বপ্নের পাথর
আজ আর মন্দির কেউ বানায় না এখানে—
অবয়বহীন কালো ছায়ামূর্তি নিরাকার দল

কী যে শেষ কী যে শুরু বুঝে নিতে নিতে গেল বেলা
আর অন্ধ জলভার আর অন্ধ জলভার জল
অন্তিম আকুতিময় ভ'রে যায় সমস্ত ভূতল।

গোপন করো

এবার তবে গোপন করো
যেমন করে ফুলের স্নেহ
সুগন্ধকে পাপড়িগুলি
যেমন করে কষ্টে দুচোখ
অশ্রুকে তার সজল পাতায়
যেমন করে ভালবাসা
স্তব্ধ ব্যাকুল বুকের ভিতর
এক জীবনের বিরহকে
নিরভিমান আকাশ যেমন
নীলের ভিতর লুকিয়ে রাখে
যা কিছু ভুল যা কিছু ভয়
যা কিছু ক্ষয় ক্ষতির চিহ্ন
তেমনি ক'রে গোপন করো
পথের ধুলোয় ঝরাপাতায়
খড়কুটোতে কাঁটালতায়
জীর্ণতর প্রপন্নার্তি।

অসামাজিক ২

সমাজসচেতন হও সমাজসচেতন হও
মুখ ঘুরিয়ে নেয় নদী পাখিরা ডানা ঝাড়ে শুধু
আকাশ নীরবতর মৌনতম মৃত্তিকা
ধূসর বাগানের কোণে রক্তকরবীও চুপ
এমুখ থেকে চোখ তুলে পালিয়ে বাঁচে বন্ধুরা

সমাজসচেতন হও সমাজসচেতন হও
লেখার কোনে কোনে জমে কী যে কালো কালো ছায়া
দেখার কোনে কোনে জমে কী যেন ছায়া ছায়া কালো
শেখার ধুলো বালি ক্রমে কী এক আক্রোশে জমে
শিরায় ফুসফুসে চেপে হৃদয়গ্রন্থিতে দৃঢ়

সমাজসচেতন হও সমাজসচেতন হও
একলা কালভার্টে বসা কিশোর কিশোরীর দাবী
স্মৃতির রেলব্রীজে রাখা দুপুর বেলা গুলি বলে
শীর্ণ শাদা পায়ে চলা গ্রামের ভীরু পথ সেও
প্রত্যেকের আছে সমাজ কতো যে সচেতন হবো

মূর্খ বড়ো অসামাজিক, একলা চ'লে যাও, একা?
শরীরে ঘাস লতাপাতা আত্মা ঢেকে দেয় শিকড়
সূক্ষ্মে শুধু ধুলোবালি কারণে ভু ভূব স্ব তো
বদ্ধমূলে ওতপ্রোত, তবুও পোস্টমডার্নিজম!
সবারই আছে সীমারেখা নিহিত নদীর দু'পাড়ে।

অভ্যাস থেকে

আজন্ম অভ্যাস থেকে ফুটে ওঠে, যদিও কোথাও
বস্তুত ভয়ের কোনো কিছু নেই, স্বপ্নের মতন
স্বাভাবিক মনে হয়, যদিও তা স্বাভাবিক নয়—
এরকম জটিলতা ছায়াচ্ছন্ন সুদূর মায়াতে
হাতে রাখে পৌরাণিক প্রিয় নাম মুঠোতে গোপন
আর খুলে যায় গ্রন্থি এমন মোচনপ্রিয় জল
পিপাসাপ্রবণ ওষ্ঠে স্পর্শভীরু ঝ'রে ঝ'রে যায়
আমৃত্যু অভ্যাস থেকে দুলে ওঠে এখনো যমুনা।

কাছে দূরে

আমি যত কাছে যেতে খুলে রাখি ব্যাকুল পোশাক
তত এ শরীর ভরে পল্লবের প্রবণতা সমূহ বল্কল
শাখা প্রশাখার গ্রন্থি দৃঢ়মূল গুপ্ত অধিকার
যত উন্মোচিত হই জ্ব'লে ওঠে অন্ধকার নিমগ্ন আগুন
আর এভাবেই ছাই হতে হতে স্রোতে ভাসে তীরে কলরব
সমস্ত সংসারমুখে রক্তধারা—কার কাছে যাব?
কার কাছে যেতে চেয়ে এত কাণ্ড? আমার নিজের
ভিতরে এমন শূন্য বাইরে এত উতরোল পরিপূর্ণ! তবে
কার কাছে কার কাছে যেতে যেতে দূরে যেতে চাই!

জানি

জানি প্রতিদিন যাচ্ছি একটু একটু করে
তার কাছে, ব্যবধান কমে আসছে ক্রমে
প্রতিটি মুহূর্ত যাচ্ছে ঘূর্ণীর ভিতরে—
তুমি কি একথাটাই বলেছ প্রথমে?

দুঃস্বপ্ন লেগেই থাকে আনাচে কানাচে
তাকে এত ভয়! সে কি তুমি না? তুমি না?
কতোবার দেখা হলো কতো দূরে কাছে
তবু জানি, স্পষ্ট জানি, কিছুই জানি না।

পুঁথিগত

যদি সত্যি কথা বলি ওরা হাসবে এরা বলবে ছিছি
মন্থর বাতাস বেঁকে চ'লে যাবে দেবদারুর অক্ষুব্ধ পাতারা
আন্দোলিত হয়ে উঠবে দুলে উঠবে নিশ্চুপ শহর
ধ্যান ভাঙবে সন্ন্যাসীর হেসে উঠবে পাথরপ্রতিমা

যদি সত্যি কথা বলি শুধু সংস্কারমুক্ত তুমি
চোখের পল্লব টিপে ওষ্ঠে রেখে প্রচ্ছন্ন নিষেধ
সব মিথ্যে ভেঙে ফেলে দুহাতে সরিয়ে আসবে ঘরে
এ ঘর বানাতে পথ দ্বিচারিণী-গল্পভীরু ছায়া

এরই নাম ধর্ম হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে
গার্হস্থ্যের দৃঢ় গন্ধে লোভী হাত দাঁড়ায় দরজায়
আর আমরা শরীরময় জ্ব'লে উঠি গোপনীয় জলে
আবিষ্ট সত্যের দাহে ঃ কবি লেখে পৃথিবীর পুঁথি

শ্লোকোত্তরা

কতটুকু ধ'রে রাখবে? আস্তে আস্তে আসক্তির মুঠো
শীতল শিথিল হচ্ছে, টের পাচ্ছ? পুরনো নিয়মে
জীবন আবার তার প্রিয় পরিত্যক্ত ঘরে ফেরে
এক গল্প থেকে অন্য কাহিনীতে জমে তার মজা
ধারাবাহিকতা লগ্ন আলো অন্ধকার মুচড়ে কেউ
শুধু চমকে দিয়ে যায় প্রথাহীন রীতি বহির্ভূত
শুধু ছলকে ওঠে অঙ্গ প্রতিঅঙ্গ কণ্ঠলগ্ন হলে
এমনই তামাশা তীব্র কৌতুক চতুর নদী বাঁশি
কতটুকু চিনে রাখবে? মুহূর্তে মুহূর্তে পাল্টে যায়
নামরূপ চিহ্ন স্মৃতি নিরন্তর প্রবাহপ্রবণ
কুণ্ঠিত কৃতজ্ঞচিত্তে চেয়ে থাকো অর্বাচীন নট
শ্লোকোত্তরা পথে প্রিয় নীলে নিঃস্ব নিরঞ্জন পটে।

গঙ্গাযমুনা

আমার তো কেউ নেই কে আসবে এখানে?
আমার তো কিছু নেই তোমাকে কী দেব?
শুধু কণ্ঠলগ্ন নাম শুধু জলমগ্ন ব্যাকুলতা
এ নিয়ে কী হবে বলো তোমাদের এইসব নিয়ে?
তবু এসে দাবি করো কেটে দাও কঠিন রশিদ
সভা হবে ধর্মমেলা শালু সামিয়ানা
আমি তো যাবো না, যাই? নিই না কখনো
আমার পায়ের তলে গঙ্গাতীর হৃদয়ে যমুনা।

বিল্বমঙ্গল

ফের আমার চোখ যাচ্ছে। উপড়ে নেব। হাত ধরছো কেন?
অন্ধ হলে হাতে ধ'রে পার করবে রাত্রির কাঁসাই
অন্ধ হলে কৌতূহলে অনাসক্ত তন্বী শ্যামা এলে
ভোলাবো নিজেকে লিখছি কৃষ্ণকর্ণামৃত ব'লে। ফের
আমার হৃদয় যাচ্ছে। কী করব? হৃদয় উপড়ে নেব?
ছিঁড়ে ফেলব হৃদয়ের গূঢ় ও গোপন শিরা উপশিরা? তুমি
অমিত প্রভাবশালী হাতে সব আড়াল করেছো
শুধু তীব্র গার্হস্থ্যের গৃধ্রকূট মাগধী লিপিতে
অসংকোচে তৈরী করছে সেই রাত্রি, মনে পড়ছে? সেই?
কেউ জানে না, আমি ছাড়া, ভয়ে স্তব্ধ লম্পট আমার
মনে পড়ছে? ফের আমার ইচ্ছে করছে, অতি সঙ্গোপনে
তুমি এসো, আমি আর, কথা দিচ্ছি, কিচ্ছুটি দেখবো না।

পাঠভেদ

এরকম অনাপন্ন অনুপনীত
কী ক'রে যে ভূর্ভুবস্ব সবিতার
আরাধনা করে। ভেবে আমি খুব ভীত
ধৃষ্টতা! তবু ধারণ করেছে তার

দুটি বাহু! যেন সেই একাদশতনু
আজো অমর্ত ক্ষতিপূরণের লোভে
আমি ক্ষপমক নই জানে সেই মনু
সংহিতা লেখে এখনো দারুণ ক্ষোভে

আর তার পাতা ওড়ায় গোপাঙ্গনা
আর তার কালি ঢালে যমুনার জল
আর তার অনুশাসন ক্ষুব্ধমনা
সে শুধু যা জেনে আমাকে দেখায় ছল!

তবু বলি

ছোট করে, ক'রে হাসে ওরা।
পথের ধুলোর কাছাকাছি
ভয়ে ভয়ে চ'লে যাই তাই
ছেঁড়াখোঁড়া পাতার আড়ালে
ঢাকি অপমানে কালো মুখ।
আর ঠিক তখনি কোথাও
হাওয়া ওঠে হাওয়া ওঠে হাওয়া
খুলে ফেলে দিতে কি আড়াল?
তুলে নিয়ে যেতে কি কিনারে?
গভীরে শিকড়ে নামে ত্রাস?
ছোট করে, ছোট ক'রে ওরা
জানি, আমি তবু যদি বলি
ঈশ্বর, জানে না ওরা কাকে
এ আঘাত অপমান করে
তুমি ক্ষমা করো পুনর্বার—
তার মানে এই নয় আমি
পৃথিবীতে কালের রাখাল
তবু বলি ওই কথা বলি।

প্রত্যাহৃত

প্রত্যুদগমনে আসতে বস্তুত এ হতেই পারে তো!
আমি তা রাখিনি মনে, রাখেনি জোকার পথরেখা
ডায়মন্ডের পার্কের বাড়ি শীতের সন্ধ্যাও।
শুধু তুমি চিঠি দাওনা শুধু তুমি লেখোনা কবিকে
অনুক্ত ও অসমাপ্ত প্রত্যাহৃত প্রিয় পদাবালী।

ডায়মন্ড পার্ক

আঁকাবাঁকা রাস্তা, আজ মনে নেই কিছু
শুধু ছায়াচ্ছন্ন ঘর শুধু মায়াচ্ছন্ন অশরীরী
একটি স্নেহার্ত হাত কণ্ঠ চেপে ধরে
এখনো এখনো আজো স্তব্ধ লোলজিহ্বা

বিপ্রতিপত্তি

তোমাকে দেখাব ব'লে তোমাকে দেখাব ব'লে এত
তা না হলে শুধু পথ পথের কিনারে অল্প ছায়া
সমস্ত দিনের হাতে এতভার সমস্ত রাতের হাতে এত
তোমাকে ভোলাব বলে বিপ্রতিপত্তি যে মহামায়া

সাক্ষীস্বরূপ

আমি কি শরীর? না তো। সে আমার ঠিক
তবু সে তো আমি নই। তুমি বাইরে এসো
বাইরে এসো দেখো বাইরে কী অনন্ত অকূল আকাশ
কী অনন্ত জলরাশি সীমাহীন মৃত্তিকার ঢেউ
আশ্চর্য রহস্যনীল মনোময় পর্যাকুল ভূমি
দেখো কী সুন্দর পদ্ম ফুটে আছে হৃদয়কমল
না আমি বলছি না কোনো অবাস্তব কথা
তুমি স্বপ্ন ভেঙে ওঠো ঘুম থেকে জেগে ওঠো দেখো
শরীরের মধ্যে সব শরীরের মধ্যে একা একাকী একজন
নিষ্পলক চেয়ে আছে মুখে মুখে স্নেহার্ত শ্যামল।

শ্রোত্রিয়

হয়তো শরীর দিতে যথারীতি সেই দিন গেলে
কিন্তু আমি স্বভাবজ আত্মাভুক সখি
স্মৃতির সুন্দর জলে স্মেরাননা তাই
স্মরগরলের তৃষ্ণা শ্রোত্রিয় শুষেছে

কথামৃত

জিহ্বাই যথেষ্ট? মাত্র ফুটে ওঠা? তারপর নেই?
নিশ্চয়ই দেখেছো। আমরা অনধিকারী যে—
অনন্ত রহস্য। শুধু কণামাত্র উন্মোচিত। ভালো।
চিনির পাহাড় নিয়ে কী হবে পিঁপড়ের!
সে খুশী, নূপুর তারও শ্রবণগোচর, খুব খুশী।
একটি দানায় তার হেউঢেউ। তবু সে পাহাড় নিতে চায়
জিহ্বাই যথেষ্ট কিনা সংশয়ে রাত্রির উত্তেজনা
বিন্দুমাত্র বিষে নীল ক'রে রাখে দগ্ধ ক'রে রাখে।

আমার আশ্রম

আমারও আশ্রম আছে গার্হস্থ্য হলেও
সংঘ আছে সম্পাদক কর্মযজ্ঞ, সবই
জগদ্ধিতায় কিছু নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া আছে
হঠকারিতার বশে চ'লে গিয়ে কী কী ঘটেছিল
তোমারও তো মনে আছে? আজ সব যত কিছু ভুল
ফুল হয়ে ফুটে আছে যত কিছু প্রগাঢ় অন্যায়
আশ্রমের কাঁটাতারে বিঁধে যায় বিরুদ্ধ বাতাসে।

সংরাগ

'আমাকেও দিতে হবে'
অন্ধকার মাঠ ভেঙে যায়
খ'সে যায় জলাধার, ভয় হয়, দুঃসাহসও জাগে
'আমাকেও দিতে হবে' সমস্ত ভাসায়
সংরাগে সংরাগে।

বিলাপ

কোথাও ছিলে না তুমি রূপকথায় অরূপকথায়
কোনো কাহিনীর মধ্যে স্মৃতিতে দর্শনে
কোথাও ছিলে না তুমি কোনোদিন জীবনে আমার

তবুও বিরহ? তুমি আমার যন্ত্রণা! আমি আর
এ ভার পারিনা বইতে। শেষ করছি এ গল্প তাহলে?
কোথাও ছিলে না তুমি? একবার বলো একটিবার
সব স্তব্ধ হলে।

পাশের ঘরে

ওভাবে পাশের ঘরে সাঁকো বেয়ে উঠে আসো যদি
আমার দুপাড় ভাঙবে ভেঙে ভেঙে সব হবে নদী
গোপন চিহ্নের মতো জলের গন্ধের মতো তবে
তোমাকে বালুকারাশি শুষে নেবে নিপুণ সৌরভে
আমার নির্ভুল ভুলে তুলে দেব যার বুকে তাকে
নিষিদ্ধ সুগন্ধে ভরো পাশের ঘরের তীব্র বাঁকে।

অন্ধ কোজাগর

তোমাকে বন্ধুর বুকে দেখে মুগ্ধ, দগ্ধ আদিমতা
জ্বালাতে পারে না আর, কারণ শরীর
আঙুলে নিংড়োয় সুধা অন্ধ কোজাগর
তবু মননের মধ্যে জমে ওঠে রাত্রির হিংস্রতা।

তিনজন

ওকে অপছন্দ, তাকে পেলে খুশী, আমাকে? আমাকে?
মনস্তত্ত্ব ঘিরে কাঁপে তিনজনের বন্ধুত্বের জল
কে নেবে কীভাবে তার অন্ধকার জটিল কৌশল
তোমার প্রতিটি তৃষ্ণা মিটিয়ে দিতেই যেন ডাকে।

টেরাকোটা

তোমার সমস্ত তৃষ্ণা শুষে নিতে পিপাসা এমন
প্রবাদেরও বেশি স্তব্ধ দরজায় সহসা দাঁড়ায়
তুমি নিজে হাতে খুলবে ব'লে ভুলবে ব'লে
যাবতীয় দুঃখ কষ্ট যাবতীয় মনের বেদনা
সমস্ত তছনছ করে তৈরী করে মৃত্তিকার দাহ।

ঈশ্বরের ঘরে

ঈশ্বরের ঘরে আজ কবিসভা। আমি তো যাব না।
নামসংকীর্তন হলে যাওয়া যেত। ঈশ্বর হঠাৎ
এমন কবিতাপ্রিয় কবিপ্রিয় কী করে হলেন!
এ তাঁর কৌশল। তাঁর বিপুল সাম্রাজ্য থেকে আর
কোটি কোটি কবিদের নির্মূল সম্ভব? রিপাবলিক
তিনি কি পড়েননি, নাকি প্লেটোই বলেনি!
সে যাক। ছাদের মধ্যে চোখে পড়েছে বিরাট প্যাণ্ডেল
রিক্সায় শালপাতা বাইরে জলের গাড়িও
লোক আসছে যাচ্ছে হ্যালো জিরো ওয়ান টু
মাইক টেস্টিং হচ্ছে পুলিশও রয়েছে। কবিসভা।
আমার বন্ধুরা আসছে। দিল্লী থেকে লক্ষ্ণৌ থেকে
কলকাতা তো সম্ভবত উজাড় করেই আসবে সব
কবিতা পাঠের জন্যে সময়ের সীমা নেই বক্তৃতারও। কিছু
স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণনেতা প্রতিষ্ঠিত লৌহব্যবসায়ী
ঈশ্বর আনছেন সভা অলঙ্কৃত ক'রে রাখতে। তাঁকে
স্পনসর্ড করেছে যারা, তারাও; বিপুল কোলাহলে
ঈশ্বরের ঘরে বসছে কবিসভা। আমি না গেলেও
একটি পদ্যও যদি না ছাপাই, কানে কানে ব'লে
এক্ষুনি ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ইলেকশানে
পোলিং পারসন করে খুন হয়ে যেতে ঠিক পাঠিয়ে দেবেন।

মুখোশ

চতুর্দিকে মুখোশ প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাকে
ভালবাসব ঘৃণা করব কাছে ডাকব বলো?
পোশাকপ্রিয় আমার যায় হাজার বার দেহ
প্রবাদপ্রতিম তমাল ডাল, তবুও দেবে স্নেহ?
তবু বাঁশি তবুও বাঁশি তবুও বাঁশি ডাকে।
পাতাল থেকে মাতাল নীল যমুনা! ছলোছলো!

অর্বাচীন কবিকে কবে রূপকথার মাঠে
শুনিয়েছিল, এবারে নয়, আসতে হবে আরো
মান্ধাতার পেঁচা ও সেই ব্যাকুল ব্যাঙ্গমা
ভেসেছে তাই পটের ছবি গ্রামের জমিজমা
আঁচলে কাঁচ শূন্য মুঠো সূর্য নামে পাটে
প্রবৃত্তি নেই প্রবণতাও ঃ মুখোশ পরো মারো!

আমার কোনো যুক্তি নেই। ভয় দেখাচ্ছ শুধু।
আমার কোনো বন্ধনও। ভয় বৃথাই। নেই নাম।
কোথায় রূপ? শরীর যায় বিশ্বাসের জলে—
সাহস করে মুখোশ খুলে পারো না? ছলে বলে?
কাকে যে ভালবাসব ঘৃণা কাকে যে—সব ধূ ধূ
ধূম লাগে যার হৃৎকমলে তারও বিধি বাম!

কৃষক

কৃষকপিতার পুত্র ভূমিহীন চাষবাস জানি না!
শব্দের খেলায় মত্ত প্রমত্ত ও। শেষ হয়ে আসে
সামান্য জীবন। পিতা, কী শেখালে বলো কী শেখালে?
সহসা বধির স্তব্ধ যবনিকা স'রে যায়—আর
জ্যোতির্ময় তর্জনীর তীব্রপ্রভ স্নেহার্ত ঝঙ্কার
দেখায় অজস্র সোনা শস্যশিহরিত আহা মানবজমিনে!

তিমির

বলো যদি দিয়ে যাই উপযুক্ত আর এক শরীর
ক্ষিধেতে অস্থির তীব্র আগুনের উজ্জ্বল তিমির।

শরণং গচ্ছামি

আমরা ঈশ্বরীর কাছে গেলে দোষ নেই। শুধু তুমি
মানবীর কাছে এলে টিটি পড়ে চতুর্দিকে আজও!
অবশ্য অমিত পরাক্রান্ত তুমি, অক্ষমের এই
কলঙ্করেখার বাইরে অক্লেশে রচনা করতে পার
মৃত্তিকালগ্নের মুগ্ধা বাসকসজ্জিতা নারী নিয়ে
রাসমণ্ডলের মুদ্রা। শ্রদ্ধায় সন্ত্রস্ত চরাচর।
শুধু দূরে বাইরে একা পৃথিবীর পার্থিব সত্তায়
পূর্বগামিনীর লজ্জা ফুটে ওঠে পল্লবে শাখাতে
পারে না তা ঢেকে রাখতে তোমার প্রভাবশালী মায়া।

সত্যি ক'রে বলে নাকি? বৈষ্ণব কবির লজ্জা নেই?
সাধুরই অতীত থাকে ইতরের শুধু ভবিষ্যত
এ প্রবাদ সত্যি হলো? তেজীয়সাং ন দোষায়!
বেশি কৌতূহল ঠাকুর রামকৃষ্ণও নিষেধ করছেন।
অতঃপর বুদ্ধে চলো সংঘে চলো ধর্মে চলো যাই।

ভয়ঙ্কর সুন্দর

তোমার ইচ্ছায় তবে এরকম হলো? আমি যাই।
যত খুশী ইচ্ছে করো যা খুশী যেমন হয় খুশী।
হয়তো কখনো কোনো জন্মান্তরে দেখা হবে। আর
যদিও ফেরার ইচ্ছে নেই আমার। তোমার এ ভার
কাউকে দেবো না আমি। বড় কষ্ট। যুক্তিবুদ্ধিহীন।
কাউকে বলবো না, যাও, ভয়ঙ্কর সুন্দরের কাছে।
এর চেয়ে ঢের ভালো সহজ সরল ছোট ছোট
জীবনের দুঃখ সুখ হাহাকার ব্যর্থতা বেদনা
ঢের ভালো পাথরের প্রতিমাকে সব সমর্পণ
ক্রন্দন প্রণাম পূজা, সেও গলে কথা বলে হাসে
তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে জু'লে জু'লে নিঃশেষ হলাম!

বন্ধু কি না

অন্ধকারে হাত রেখেছ কাঁধের ওপর
বন্ধু কি না!
পর্যটকের পথ চেয়েছ ক্রীড়াচ্ছলে
বন্ধু কি না!
নিজের মুখই চিনতে চিনতে অনন্যোপায়
বন্ধু কি না!
মিথ্যা আকাশ মৃত্তিকাময় তুমিই। আমার
বন্ধু কি না!
পার হয়ে যাও সুদূরে এই আমায় ফেলে
বন্ধু কি না!
তুমি থাকতে বাঁচায় সে কার সাধ্য আমায়
বন্ধু কি না!

নতুনের কাছে

আজ যেন যেতে পারি ফেলে রেখে সব
নতুন, তোমার কাছে যেন যেতে পারি
চিনে নিতে কষ্ট হবে ছিঁড়ে নিতে আরও
জড়জন্ম থেকে শত সহস্র আমি যে—
তাই এত দীর্ঘদিন পথে পথে পথে
তাই এত সংশয়ের বিশ্বাসের জ্বালা
এত দুঃখ এত দাহ এত হাহাকার
এত এলোমেলো হাওয়া এলোমেলো হাওয়া

আজ যেন ছুঁতে পারি বহুদিন আমি
স্পর্শহীন অসাড়তা করেছে আড়াল
জীর্ণতা ও অবসান সযত্নলালিত
স্বরচিত গ্রন্থি ক্ষতি রাশীকৃত স্তূপে
মত্ত ও প্রমত্ত সুপ্ত অবসন্ন স্থির
যেন জ্বলে উঠি এই সমর্পণে আজ
সমস্ত ব্যর্থতা ত্রুটি একটি নিমেষে
যেন মিথ্যে ভেসে যায় অম্বরে তোমার।

শাদা পথে

এখনো সময় হয়নি
এখনো রয়েছে কিছু বাকি
নদী তুমি ডাকো তবু ডাকো
চৈত্রের সপ্তমী তিথি ডাকো
তুমি ও বালির শাদা চিতা!

এখনো কয়েকটি কথা ছিল
তোমাকে একান্তে ব'লে যেতে

কিছু থাকে কিছু বাকি থাকে—
ব'লে চ'লে যায়
বাউল বাতাস
আমার নির্দিষ্ট শাদা পথে।

মাঝে মাঝে

তুমি কি কখনো ভাবো? তুমি কি কখনো মনে ভাবো?
শুধু এইটুকু জানতে ইচ্ছে করে। শুধু এইটুকু। বাকি সব
এই সকালের মেঘলা এলোমেলো হাওয়ার মতন।
মাঝে মাঝে মনে হয় প্রতিদিন প্রতিটি নিমেষে
আমরা তাকিয়ে আছি আমরা তাকিয়ে আছি নিষ্পলক চোখে।
মনে হয় দুটি হাতে সব নাও আমার ব্যথার।
মাঝে মাঝে এইসব মনে হয়। মাঝে মাঝে তাপিত প্রহরে
প্রশ্নের কুটিল মেঘ বজ্রে ও বিদ্যুতে ভেঙে যায়
পাষাণ সংসার তার গুরুভার দিনে দিনে তুলে দেয় বুকে—
তুমি কি আমাকে ফেলে ভুলে খুব সুখে আছ সুখে?

পূজা

অভিমান, তুমি আজও ঢেকে রেখে দিলে এ সকাল!
এমন ছিল না কথা। এমন ছিল না কথা। কাল
কী ভেবে কী বলেছি তা আজও কেন? একী?
আমারই হলো না। শুধু আমারই হলো না আজও দেখি।
কী হলো না? কী হলো না? কী জানি। কেবল
এলোমেলো ঝড়ো হাওয়া মেঘে মেঘে দু'চোখের জল
পাঁজরতলের শিখা ব্যাকুল চঞ্চল। অভিমান
তুমিই আমার পূজা স্তব স্তুতি ব্রত ব্যথা ধ্যান?
সারা দুপুরের শূন্য? সমস্ত বিকেলময় ধূ ধূ?
তুমিই কি অবিরত ভ'রে আছ এ হৃদয়! শুধু
আমার কষ্টের কান্না আমার কষ্টের অন্ধকার
আঘাতে আঘাতে জীর্ণ অবসিত পুঞ্জিভূত ভার।

আর কোনওদিন

চৈত্র রজনী বেছে নিয়েছিল বাবা
মা কি তাই নিল বৈশাখী রাত্রিকে?
কোনো মানে নেই এসব ভাবনা ভাবা
ব'লে চ'লে যায় জোনাকিরা পূব দিকে

বন্ধুকে সব দিতে দিতে অনাহত
মর্মকুহরে জেগে ওঠে সেই ধ্বনি
লোকে লোকান্তে আনন্দে অবনত
তথাগত তুমি আমাকে দিওনা মণি

আমি রাজকীয় ভিক্ষার ঝুলি তাকে
কবেই দিয়েছি ঃ এপথ কবিরই ভালো
আর কোনোদিন আমার বাবাকে মাকে
চিনবো না? যদি নিজে হাতে জ্বালো আলো!

অবসিতলোক

যা হলো না যা হবে না আজ সব তোমাকে দিলাম
এমন নির্ভার হতে কোনোদিন কেন যে পারিনি!
তুমি তো নাওনি কিছু? দাও না কাউকে কোনোদিন?
পাওয়া না পাওয়ার মধ্যে বেড়ে ওঠো আয়োজন করো
আর আমার ভাঙাচোরা শতচ্ছিন্ন সোনার সংসার
ভ'রে ওঠে গ'ড়ে ওঠে পরিণত হয়ে ওঠে মজার কুটিতে।
প্রতিটি নিমেষ শান্ত নির্নিমেষ আনত পল্লব
স্তব্ধ হও স্তব্ধ হও বৃক্ষের মতন স্থির স্তব্ধ হয়ে ওঠো—
আজ আর আমার মতো সুখী নেই দুঃখী নেই কেউ
এমন সহজ আর কোনোদিন পৃথিবীতে কিছুই ছিল না।

দেখা নিয়ে

দেখেছি। তা ভুল কিনা বিচারের ভার
আমার কি নিজে হাতে তুলে নেওয়া ভালো?
একটি ব্যাকুল শাদা রজনীগন্ধার
গোপনতা ঢেকে দিতে চাঁদ তার আলো

শিরা উপশিরা থেকে নিংড়ে নিতে নিতে
আমাকে শুধিয়েছিল ঃ যাবে? তুমি যাবে?
আকাশের মৃত্তিকার অন্তরীক্ষ লোকের নিভৃতে
দেখেছি। বিতর্ক সভা ডাকো শুধু নিজের স্বভাবে।

কার্যকারণ

তবুও যে রয়ে গেছি তার মানে অনিবার্য তুমি।
কিছুই নেবার নেই। কিছু কি দেবার আর আছে?
ও নদী, ও বালু নদী, অন্ধকার পাড়ে প'ড়ে আছে
এখনো কি দেহ কারো? পাথরে পাথরে ধারাপাত
গেরুয়া কার্পাস যায় অন্ধকার প্রকৃতির ফুল
ভাঙে শব্দহীন কথা সম্পর্কের যাবতীয় সাঁকো
কেউ কি উত্তীর্ণ হয়? তবু কি উত্তীর্ণ হয় কেউ!
না হলে আলোকদূত বার বার কেন তবে আসে
প্রচ্ছন্ন কৌতুকে হাসে বসন্তের স্তব্ধ বনভূমি?
নাহলে শরীর ঘিরে ফিরে ফিরে প্রবাহপ্রতিম
কেন এ আমার জল ছলচ্ছল জন্মের পাথরে?
কেউ কি তাহলে বলে ঃ আয়। আয়। আমিই শুনি না!

কালবেলা

এখন, এখনই, দেরি হলে, চ'লে যাই।
আমার সময় কম আমার ভীষণ প্রয়োজন
বহুদিন ব্যথাভার বহুদিন নীরবতা ভার
হয়তো স্মৃতির প্রতি আর নির্ভরতা নেই কোনো
মৃত বন্ধুদের হিম স্পর্শ লেগে রয়েছে এখনো
বৃষ্টির ভিতরে ঝরে দুঃখী দিন শব্দ অনাহত
আমার অঞ্জলি ভরে গলিত হস্তেও!
এরকমই কালবেলা। তোমরা থাকো। আমি চ'লে যাই।

লোককাহিনী

এইখানে ছিল প্রাচীন মাধবীলতা
কেউ কেউ বলে ঃ তিনি তার ছায়াতলে
শুয়ে থাকতেন। রক্তক্ষতব্রতা
কেউ কি বলবে, ভেসে গিয়েছিল জলে?

ভূতের গল্প

এভাবে চিবোনোর কোনো মানে হয় না। তবু
ভূতের গল্পের মতো, অন্ধকার বৃষ্টি পড়ছে রাত
একজন কবির তুর্কী (তুর্কী কবি নন) তিনটি পেগে
জেগেই দেখছেন সব ফুরিয়ে গিয়েছে—
তিনিই একমাত্র। তাই কুকুরের মতো
চিবোনো হাড়; সেই শব্দে সব
কলকাতার বুদ্ধিজীবী ভীষণ আক্রোশে
পাপোষে আঁচড়ায় ঘসে গুপ্তনীল নখ।

দশকে ভেঙেছো। ভাঙছো বাঁকুড়া কলকাতা।
তেলের শিশির মতো। আমরা বাবা রেশনে দাঁড়াই
পরনে বউয়ের শাড়ি কপালে পিলসুজ
অগ্রজ অনুজ ডাইনে বাঁয়ে তবলা অন্নগত প্রাণ
মুহূর্তে মুহূর্তে মৃত্যু সারি সারি, মুখে
ন হন্যতে ঃ লাগ ভেল্কি লাগ ভেল্কি লাগ।

কীসের কী মানে হয় যে। চক্ষু বুজে চিবোনো দারুণ
শব্দে আর মাংস নেই, লাবণ্য? কেবল অস্থিসার
উপুড় উন্মুখ লুব্ধ অন্ধকার বৃষ্টি পড়ছে হাওয়া
ভূতের গল্পের মতো—। কবি পাচ্ছে দেশে
কী কষ্টে যে জায়গা আর আনন্দ পুরস্কার

স্টপেজ

ব্ল্যাকবোর্ডে বানান লিখতে একটি কিশোর এঁকে দেয়
ছবি। ওর হাতে মুখে রেশমের চুলে শাদা গুঁড়ো।
দুঃখের তাপের মাত্রা জানা নেই আমাদের কারো।
তাই আপাতত হিম বরফকুচির মতো মনে হয়। তাকে
ক্লাশের শেষে যে আমি ডেকে নেব স্কুলের কিনারে
তা কি আজ ঠিক হবে? ভাবতে ভাবতে ঠাসাঠাসি ভিড়ে
বাসে উঠি নেমে যাই ছাতা হাতে শাদা চুল বাড়ির স্টপেজে।

মস্করা

বাসে কাটে যার পঞ্চাশ কিলোমিটার
ক্ষয়ে যেতে হয় চকে আর ব্ল্যাকবোর্ডে
কাঁটালতা উই সাপের বাস্তুভিটার
দুঃখে অসাড় চেতনা আগুনে পোড়ে

সে কবি যদি এ দেশের প্রবাদ তুলে
মস্করা করে অমিতব্যয়িতায়
অতি প্রগতির শিবির মায়াবী ভুলে
প্রতিক্রিয়াতে তুলে নিয়ে চ'লে যায়

তাতে কী লেখাতে বালুচরী জমিনের
শরশয্যাকে ওরা অনুবাদ ছাড়া
পড়তে পারবে? মূল রচনায় ঢের
ছিল শাদা কালো আন্দোলনের সাড়া

ছিন্নভিন্ন কবির শরীর মন
রক্তলিপ্ত গণতান্ত্রিক ছুরি
আত্মার নীল সুগন্ধ একজন
উত্তরাধিকারে কি করে তবে চুরি!

জানি না জানি না জানি না ঝাঁকায় মাথা
সসৌরলোক বাঁকুড়া নতুনচটি
অফসেটে তাকে ছেপে দিয়ে কলকাতা
কাকে দেয় কাকে শোণিতশিউলি ক'টি!

সনাক্ত

লোকটিকে কেউ চেনেনি।
মুচকি হেসেই পাখিটি
উড়ে গিয়েছিল। কেনেনি
দাম দিয়ে আমি বাকিটি।
ঘরে ফিরে দেখি অল্পই
নষ্ট হয়েছে। গল্পই।

প্রচ্ছদ

আমরা কেউ কথা বলছি না
আমরা হাসছি না দেখা হলে
বসি না কিছুতে পাশাপাশি
শুধু চোখে চোখ পড়ে যায়।

কেউ কাউকে জিজ্ঞাসা করি না
কে কোথায় থাকি এ শহরে
বাড়িতে কে কে বা থাকেন
শুধু চেয়ে দেখি পরস্পর।

বৃষ্টিতে এগিয়ে দি না ছাতা
রোদ্দুরে ছায়াও কোনোদিন
ইস হাতে কেটে গেল কবে
একথাও চোখে থেকে যায়।

আমরা বেশি উদাসীন, বেশি
একটু অস্বাভাবিক দেখায়
কৌতুকপ্রবণ সাংবাদিক
আমাদের চোখ দেখে যায়।

মাঝে মাঝে ভারসাম্যহীন
টাল সামলে উঠি ভীরুতায়
পৃথিবীতে বড় জলভার
জলভার আমাদেরও চোখে।

ছেঁড়া পালকের মতো

কেবল গ্রামের নাম মনে আছে। তাতে চিঠি যায়?
তাছাড়া কাকেই চিঠি? সে কি ঠিক সেরকম আছে?
শহরের বিষ ঢুকে তার শাদা সরলতা বাদামী করেনি?
আর সেই বালু নদী? আর সেই মজা খাল? মাঠ?
তাদেরও বয়স হলো, স্মৃতিতে কি আমাকে রেখেছে!
কেনই বা রেখে দেবে, আমি কি তাদের খোঁজ নিই
আমি কি দু'হাত রাখি মুখ রাখি এ শরীর ভ'রে
শুষে নিই স্নেহ তার? শুধু নাম, নামটুকু থাক—
আনাচে কানাচে কিছু ছেঁড়া পালকের মতো ব্যথা।

বুলু বাবা রাকাদের

কোনোদিন দেখাবো না। তোমাদের স্বপ্নে থাক সব।
রূপকথায় আঁকা থাক। আমি যাব। মাঝে মাঝে যাব।
কেঁদে আসতে। যায়, সব যায় জেনে মুঠোর গোপনে
একটি কণকদানা রেখে দেব। কাস্টমস? সে হেসে
ঘাসের টুকরোটি নিয়ে আবার আমাকে দেবে ঠিক।
তোমরা বিদায় দেবে। দ্রুত যাব। কেননা আবার আসতে হবে।

যেন কেউ

আর আমি গেলাম না। তুমিও তো
এলে না। এ ভালো হলো। সব
মনের মতো কি হয়? যতো
ব্যবধান বেড়ে ওঠে
ততো কলরব
ক'মে আসে, অমল আকাশ
তার সবটুকু নীলে ঢেকে
লুকিয়েছে আমার বিশ্বাস
যেন কেউ না দেখে না দেখে।

শহর

তুমি শুধু শব্দ খুঁজে মরো।
অথচ পথের ধুলোবালি
প্রান্তরের উড়ে যাওয়া পাতা
মৃত্তিকার বক্ষলগ্ন ঘাস
আকাশের নক্ষত্র—সকলে
কথা বলে। হৃদয়ের ভাষা!
তুমি শুধু শব্দ খুঁজে মরো
মুগ্ধ করো ধাতব শহর।
মুখ টিপে হাসে গ্রাম্য নদী
অসভ্য পাখিটি টিটকিরি
দিতে দিতে সুদূরে মিলায়!

জলে

দিয়ে যেতে হবে ব'লে এই খালি মুঠো
নিয়ে যেতে হবে ব'লে শুধু এই নাম
ভেসে যেতে যেতে হেসে উঠে খড়কুটো
আচমকা দেখি আমি তারই তো সমান

অনাদি বেদনা সেও হেসে বলে আমি
কখনো কারোরই নই হাসে জলভার
আমি হাসি হেসে হেসে মৃত্যুর প্রণামী
ভাসাই অনন্তকাল স্রোতোজলে তার

সতীর্থ

সবাই জানে না। তুমি সহসা এসেছো।
আমি কটি শব্দভার নিয়ে জেগে আছি।
তোমার পছন্দ নয়। তবে চলো যাই
স্তবের অধিক আরও জীবনের কাছে।
সতীর্থ দু-একটি কীট ধুলো ছেঁড়া পাতা
আমাকে শেখাবে পেতে তোমাকে আবার।

অক্ষরে অক্ষরে

তোমরা ছাপিয়ে দিও একদিন শাখাপ্রশাখারা
অতিব্যক্তিগত পত্রপল্লবে কী পর্যাকুল মায়া
কী স্পষ্ট বৃষ্টির শব্দ অক্ষরে অক্ষরে
তোমরা মুদ্রিত করো একদিন মৃত্তিকা আমার
সত্তার সহজ ঘাসে শস্যের শিশিরে
তারার লেসারে রেখো ঈথার আকাশ
আমার অব্যর্থ বর্ণমালা। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোই।

মনে পড়ে

আমার তো মনে পড়ে সব।
সেকি ভালো? সেকি খুব ভালো?
এখন থেমেছে কলরব
এখন নিভেছে সব আলো।

ভুলে যেতে হবে! মনোভার!
সন্ন্যাস তো দাওনি আমাকে?
চারপাশে গার্হস্থ্য অপার
ঢেকে রাখে সুগন্ধী আত্মাকে।

এমনকি একদা ঈশ্বর
আমাকে করেছে প্রযোজনা
আজও সেই করুণ মন্থর
কাহিনী বলেছি? বলবো না।

শুধু জল পড়ে পাতা নড়ে
শুধু কাঁপে অন্ধকার হাওয়া
শুধু স্বপ্নশিরার শিকড়ে
গার্হস্থ্যে সন্ন্যাসে চলে যাওয়া।

স্বৈরিণী

হৃদয় দিয়েছি ওকে তুমি নাও আমার শরীর
স্বয়মাগতার কোনো ভয় নেই ইহ পর কাল
তাছাড়া ও জানে সব ভালবাসে ভীষণ আমাকে
ভালবেসে আলো হাতে এই পথ পার করে ফেরে
আবার মাতাল ভোরে নিতে আসে চোখে জলভার

তোমাকে পাতাল থেকে ডাকে তুমি তৎক্ষণাৎ শোনো
সমস্ত জলের কান্না, সাড়া দাও, সাহসী দু'হাতে
তুলে আনো পৃথিবীতে, কী পিপাসা কী পিপাসা ওর
সসৌরলোকাগ্নি নেভে, শুধু শাদা ভোর ভয়ে ভয়ে
জবাকুসুমসঙ্কাশ লালে জ্বালো আবার আমাকে

শুনেছি এ নিয়ে লেখে স্বতন্ত্র পুরাণ কোনো কবি
পূর্বসূরীদের পুঁথি প'ড়ে থাকে কৃষ্ণদাসলোকে
দেহি পদপল্লবের আড়ালে ভীষণ বাহুবলে
তুমি রেখে যাও স্মৃতি, সত্তা স্থির নিরঞ্জন জলে

দাঁড়িয়ে থাকা

তখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি মাথার ওপর দু'হাত তুলে
পথ স'রে যায় পথের মতো বৃষ্টি পড়ে শীত চ'লে যায়
আকাশ তাকায় মুখের দিকে বুড়োয় পথের স্তব্ধ তরু
অন্ধকারে জোনাক ঝিঁঝি বৃদ্ধ অশথ দূরের নদী
স্মৃতির ধুলো ব্যথার বালি নীরবতার শুকনো পাতা
আশৈশবের আকৈশোরের আযৌবনের সিক্ত শ্রাবণ
না লেখা সেই চিঠির মতো রিক্ত শাদা শূন্য দুপুর

না বলা সে কথার মতো তীব্র ব্যাকুল আত্মহনন
না দেখা সেই মুখের মতো বিপজ্জনক জটিল ছবি
জীবন জুড়ে ভুলের মতো জমতে জমতে পামীরপ্রমাণ
শরীর ছেড়ে শরীর ধ'রে শরীর ছেড়ে শরীর কেবল
অনন্তমূল শিকড় শুষে আব্রহ্মস্তম্বকে, আমার
আকণ্ঠ নীল নগ্নতা ছায় আকাশ পাতাল সমর্পণে

প্রত্যহ প্রায় মুক্তিপ্রতিম প্রথার ছায়া ছায়ার প্রথা
সহস্র শির সহস্র চোখ সহস্র হাত দশ আঙুলে!
ছড়ায় ছড়ায় অগাধ আতুর মানুষজনের জন্মমৃত্যু
ঈষৎ নাচায় বাঁচায় বানায় পাঁজর দিয়েই মস্ত সিঁড়ি
স্বর্গে যাবার মর্তে যাবার পাতার ফোঁড়া বিশ্ববীজের

কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছি কিসের জন্যে মনে পড়ে না

শব্দেরা

যখন চুপচাপ থাকতে ভালো লাগে কথা বলতে গেলে কষ্ট হয়
তখনই উন্মুখ আর উন্মুখর চূর্ণ হয়ে যাও!
যখন জানাতে চাই খুঁজে মরি উপযুক্ত ভাষা
ধূধূ হৃদয়ের পথ মস্তিষ্কে কেবল শুকনো বালি।
এমন রগুড়ে জলে আমার গ্রাম্যতা সরলতা
যদি বুনে তালপাতার খেজুর পাতার বালুচরী
তোমরা পাবে না লজ্জা? কলকাতা করবে না উপহাস?
ছন্দোহীন অর্থহীন তরুণেরা? কারো কিছু হয়?
শুধু হতে চাওয়াটুকু শুধু চলে যাওয়াটুকু ছাড়া
থাকে না কোথাও চিহ্ন। তবুও ভেতরে জমে কথা
তবুও তোমাকে বলতে বাইরে শব্দচূর্ণ ঝ'রে যায়।

মা

আমার ধ্যানের মধ্যে তোমার ও মুখ এসে হাসে
ধারণার মধ্যে ভাসে তোমারই ও মুখের আকাশ
তার বাইরে জেগে থাকে দুটি চোখ নিমেষবিহীন
টলমল ক'রে ওঠে সসাগরা ধরিত্রী আমার
মা, তুমি অনন্তকাল শুধু দিলে কিছুই নিলে না!

তবু

সে তোমার কেউ নয় তবু তাকে অবুঝের মতো
কেন ভালবাস? সে কি কখনো তোমার ব্যথা বোঝে?
চোখের আকাশে তার জল নেই বাষ্প নেই কণামাত্র মেঘও
তবুও অঞ্জলি পেতে ব'সে থাকো পৃথিবীর নদীর কিনারে!

কবি পাঁচালি

সকলেই কবি আজ, কেউ কেউ নয়
তাই এত কোলাহল তাই এত জয়
আমপাতা জামপাতা তেঁতুলের পাতা
ঝড়ো হাওয়া করে আজ একাকার ভ্রাতা
হাতে বালা কাঁধে চুল রাম আর জিন
তুর্কী লড়াকু করে কবিদের দিন
আত্ম ও পর জ্ঞান দিয়ে মেয়েদের
দেখা বড় পুরনো সতেরো বছরের
গুরু টুরু জন সব সেকেলে এখন
ঈশ্বর টিশ্বর গিয়েছেন বন
ন্যাংটো সরস্বতী স্বয়ং কবিকে
ধরছেন পথে কিছু দিতে হবে লিখে
কিছু কবি ব্রহ্মের কথা জ্ঞানভারী
নতুন পুরাণ পুঁথি যেন আমাদেরই
কয়েকজনের ভাষা অন্য গ্রহের
কাঙাল পাঠক কিছু বুঝি না এদের
উঠেছে ঘূর্ণী ঝড় কাব্যভুবনে
কবিরা বাড়েন সব ধনে আর জনে
মিছিল চলেছে পথে পিছু পিছু যাই
সংঘ সমিতি হলে যদি কিছু পাই
ছোটখাটো পদ টদ, হলে কিছু টাকা
কিনব ছোট্ট এক বাজাজ দুচাকা
মন্ত্রী কি হবো? হলে সুইজারল্যান্ড
সমস্ত অকবি হবে দেশ থেকে ব্যান্ড
আপাতত গ্রামে গিয়ে পঞ্চায়েতে কি
দাঁড়াব কবির মতো হলেই বা মেকি?
জীবনানন্দ নেই নেই সে সমাজ
'কেউ কেউ কবি' নয়, সকলেই আজ

পথ

তবে যেতে যেতে কথা বলো
আমার মোটেই তাড়া নেই
মেঘ বিকেলের রোদ কাঁপে
মাঠে মাঠে মায়াবী গড়ায়

তবে যেতে যেতে শুধু শোনো
ছায়াদের নীরবতা টুকু
উঠে আসা গ্রামের সজল
ভেজাক তোমার দুটি চোখ

যেতে যেতে বলো আর শোনো
শোনো আর বলো যেতে যেতে
পড়ে থাক শাদা সরু পথ

সহজ জটিল

নিজেকে সহস্র করে তুলি
আবার নিঃসঙ্গ হয়ে যাই

সহস্র বাহুতে নিই শুষে
আবার গলিতহস্ত একা

সমস্ত সম্পর্কহীন তবু
সকলেই আত্মার আত্মীয়

এরকম জটিল সহজ
এরকমই শুধু এরকমই

বিষয়বস্তু

কেউই বিষয় হতে রাজি নয় আজ।
নদী নয় নারী নয় পাখিরাও নয়
এমনকি গণনেতা-ধৃষ্য ওই গ্রামের মানুষও
এমনকি তুমি অব্দি হেসে ওঠো, শব্দ ভেঙে যায়।

শব্দ গ'ড়ে ওঠে। তীব্র অস্থির কাতর।
অর্থহীন অসংলগ্ন অনিবার্য কাঁপে।
কোথাও বিষয় নেই কিছু নেই কোনো কিছু নেই
শুধু ছায়াপিণ্ড শুধু মুণ্ডহীন কায়ার কঙ্কাল।

এত উট আর তার দীর্ঘ গ্রীবা কখনো দেখিনি
মরুর দুপুর দীর্ঘ দাহ নীল পথরেখাহীন
এমন প্রান্তর আমি পেরোইনি কখনো
ধাতুর হরফগুলি গেঁথে যায় মাথার ভিতরে।

আমাকে কে রক্ষা ক'রে পৌঁছে দেবে তোমার সকাশে!
তুমিও তো বস্তু, তুমি কোনোদিন বিষয় ছিলে না।

রাত্রি

দু'হাত পাতো ভরিয়ে দেবো জলে
দু'চোখ পাতো বাড়িয়ে দেবো জলে
দু'কান পাতো না বলা কথা ব'লে
তোমাকে আমি তোমাকে ভালবাসি

এখনো দেখ রয়েছে জোনাকিরা
রাতের খোঁপায়, চাঁদের মতো হীরা
হৃদয় জুড়ে শিরা, ও উপশিরা
লেখায় শুধু ঃ তোমাকে ভালবাসি

শেখায় জলে ভাসিয়ে দিতে দিতে
মাটির তীর আমাকে অতর্কিতে
তোমাকে এই অকূল রাত্রিতে
শোনাতে ঃ বাসি তোমাকে ভালবাসি

অপেক্ষা

এরই মধ্যে ডাকলে?
এই তো আমি এলাম
সহস্র কাজ বাকি
এক ফোঁটা নেই সময়
শিখতে শিখতে শুধু
বুঝতে বুঝতে শুধু
বিকেল বেলা হলো।
তোমার কথা ভাবি
যাবার কথাও কাছে
সময় কোথায় বলো
সহস্র কাজ বাকি
কয়েকটা দিন দাঁড়াও
কয়েকটা দিন দাঁড়াও

শাদা কথা

নিজেকে নিজের সঙ্গে মেলাতে পারি না
আত্মকথনের ভঙ্গি দ্রুত বদলে যেতে থাকে আজ
এই স্বাভাবিক রীতি স্বয়ম্প্রকট সজীবতা
বিপ্রতীপ ক্রমে জমে শব্দ বিন্যাসের ব্যাপকতা
কোথায় পালাতে গিয়ে ধরা পড়ি নিজেরই দু'হাতে?

কে বলে ভাঙিয়ে ঘুম ঃ শোনো। শুনি অমোঘ সে স্বর।
অনীশাত্মা সাড়া দেয় সাড়া দেয় মায়াবী মর্মর
কেবল আমার কণ্ঠ কান্নায় যে অবরুদ্ধ। শুধু
আকাশ পাতাল মুচড়ে হৃদয় বেরিয়ে আসে পথে।

এগুলি কি শাদা কথা? কে আমার করপুটে দেবে
উত্তরের উতরোল? নিজেকে নিজের সঙ্গে মেলাতে পারি না।

এ সময়

এ সময় সত্যি কথা বলা খুবই কঠিন যদিও
এ বয়স থমকে বেঁকে ঘাড় তুলে নিঃশব্দে তাকায়
প্রত্যেক পথের মুখে প্রত্যেক গলির মুখে সমস্ত পাড়ায়
বিজ্ঞাপন—অধ্যুষিত মর্মস্থলে; তারপর নিচু মুখ ফেরে—
নিজেকে শোনায় ঢের রাত হলে মাটির বেহালা
নিজেকে কাঁদায় সব ঘুমোলে পাঁজরভাঙা জলে—
এসময় সত্যি কথা ব'লে চ'লে যাওয়া ভালো নিজস্ব সুদূরে।

অনীহা

যারা পড়ে তারা কেউ আমাকে চেনে না
আমিও তাদের—; এই ভালো; তাই আজও
কারো মুখ চেয়ে কিছু বলার দরকার হয়নি। কারা
সনাতন সেতু কাল উড়িয়ে দিয়েছে কারা কাল
আগুন জ্বালিয়ে দেবে সে সবে আমার
এমনই অনীহা যেন
কিছু নয় এসব কিছু না
অন্তর্নিহিত ছন্দে ভরে ওঠে প্রতিটি নিঃশ্বাস।

দাহ

দেখে যেতে হবে ব'লে দু'চোখের জলে ভিজে যায়
অনন্ত রূপের মুখে, গ'লে যায় মাটির শরীর
সহস্র প্রথার ভার সহস্র জন্মের সংস্কার
জেনে যেতে হবে ব'লে, বাধা দেয় পাথরে পাথরে
আমি বুকে ঠেলে ঠেলে কতটুকু এগোই জানি না
ভেঙে ভেঙে কতটুকু শেষ করি কিছুই বুঝি না
ভিতরে ভিতরে দাহ ঃ দেখে যেতে জেনে যেতে হবে।

পাণ্ডুলিপি

ভালবাসতে পারলে এই গল্পের চরিত্র অন্য হতো
অসমাপ্ত রেখাগুলি দুর্বোধ্য সঙ্কেতে হিজিবিজি
দুমড়ানো কাগজ কালি জলে ভেজা ধূসর হতো না
এভাবে একেকটি দিন হারাতো না রাত্রির ভিতরে—
এই যে অশ্রান্ত কান্না কালো জল টলোমলো স্মৃতি
ধূধূ পথরেখা স্তব্ধ বোবা মাঠ কিনারে নদীর
শাদা বাকল কালো ছাই প্রেতায়িত ধূসর বেদনা
ডেকে ডেকে শোনাতো না দেখাতো না হাড়ের পৃথিবী
বদলাতো না অন্বয়ের বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত অক্ষর

ভালবাসতে পারলে সেই স্বপ্ন তার সুষুপ্ত শিকড়
ক্রমশ ছড়িয়ে দিত নিদ্রাহত ঘুমের ভিতরে
সত্তার আলোর স্রোতে আঘাতে প্রহত প্রতিহত
বিচূর্ণ বিশ্বাসগুলি ধ'রে রাখতো ব্যাকুল অঞ্জলি
সান্ত্বনায় শুশ্রূষায় সুন্দরের সুগন্ধি শরীরে
ফুটে উঠত ফুলে ফলে গোধূলির অনন্ত সন্ন্যাস

ভালবাসতে পারলে তাকে হারাতো না প্রেমিক কখনো

জ্ঞান

সহসা সন্দেহ হয় ছায়া দেখলে চমকে উঠি একা
কেউ তো আসেনি সঙ্গে? কারো সঙ্গে আসারও কথা না!
দ্বিধায় বিভক্ত নিজে জন্মান্ধের মতো মৃত্যুমুখী
লাভের ক্ষতির অঙ্ক প্রতিদিন প্রতিজন্ম আচ্ছন্ন করেছে
সুদুর্ভেদ্য আবরণ, ঠিকরে পড়ে আলোর প্রার্থনা
টুকরো হয়ে পড়ে সব ঃ একা একা মহাশূন্যে ফেরা?
তা কি হয়! বহুদূর ব্যাপ্ত স্থির বিশ্বাস! বিশ্বাস!
জ্ঞানী হয়ে ওঠো, অল্পে সুখ নেই, নাও অনিবার্য অবসান।

অন্ধকার বৃষ্টি

কেউ রাখবে মনে ভাবছো? চলো যাই নদীর কিনারে।
কেউ বাসবে ভালো ভাবছো? চলো যাই ডেকেছে যখন।
কখন পরম লগ্ন আসে যায় কেউ জানে না জীবনের ভুলে।
প্রতিক্ষণ সন্ধিক্ষণ। স্বপ্নগুলি কৌটোবন্দি থাক।
গোপন স্বাক্ষরগুলি। চলো যাই অন্ধকার তুমুল বৃষ্টিতে।

এরকমই স্বতঃসিদ্ধ। তাই কান্না পৃথিবীতে ফোটে
আশ্চর্য গোলাপ হয়ে, ধানে ধানে বিদীর্ণ মৃত্তিকা
বারংবার ফিরে আসে ফিরে ফিরে আসে রেখাগুলি
জীবনের গল্পে তাই রক্তক্ষতকলেবরে আজও।
চলো চলো ঃ হাওয়া ওঠে এলোমেলো রাত্রির বৃষ্টিতে।

আর গ'লে যায় মুখ শিরা ব্রণ যৌবনের তিল
মনে মনে ভেসে যায় অন্ধকার বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে।

তখনো

তখনো বুকের তলে সজলতা ছিল
করজোড় দুটি একটি ঘাসের প্রণতি
সুদূর তারার চোখে নীরব শুশ্রূষা
তখনো মায়ের মতো ব্যাকুলতা ছিল

আজ আর এসো না তুমি শহরে আমার।

সে সময়

আমার বাড়িতে আলো নেভে তাড়াতাড়ি
পাশের বাড়িতে ঢের বেশি রাতে নেভে
জানালার ফাঁকে চোখে পড়ে নীল শাড়ি
এরকম দেখা ভালো? টিটকিরি দেবে

প্রতিবেশী সব, টিটি পড়ে যাবে, আর
এ বয়সে সেকি মেনে নেওয়া যায়? তবে
শুষে নেবে সব না দেখাটুকুও তার
প্রতিদিন রাতে ভয়ানক অনুভবে—

এ গোপন খেলা খেলারই নিয়মে ব'লে
চাঁদ ডুবে যায় (সে সময় নীল) আদিম উষ্ণ হলে।

কাজলের ঘরে

'মাঝে মাঝে স্বদারায় গমন' করাতে
নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু যদি প্রতিদিন
চোখের সম্মুখে তীব্র স্তনযুগ পাতে
পরকীয়া অঞ্জলি? সে ভীষণ কঠিন

সহজিয়া গার্হস্থ্যের পক্ষে। যদি ভুলে
অত ভিড়ে ছোঁয়া যায়? মাথা নিচু লোভ
সোজা হয়ে দাঁড়াবে না? অন্ধকার চুলে
অন্ধ ক'রে মিথ্যে তবে মুখে আনো ক্ষোভ

কাজলের ঘরে থাকব বাহুমূলে কালি
থাকবে না তো চন্দনের দাগ থাকবে খালি?

তরুণ কবির জন্যে

দেখ যেন এই নিয়ে কবিতা লেখো না
ছাপালে কলঙ্ক রটবে
কোনো মতে গোপন থাকবে না
তর্জনী তুলেই হাসবে রক্তমুখী জবা।

রেবার দুপুর

শুভর দুপুর মনে পড়ে?
সারাদিন শুকনো লাল পাতা
সারাদিন ডানামোড়া পাখি
সারাদিন তীক্ষ্ণ কাঁটালতা
সঙ্গে শুধু স্নেহকলরব।

তোমার দুপুরে ফুল ফল
চঞ্চল সিপাই বুলবুলি
চিঠি লেখা চিঠি দেখা আর
ফোন টোন চোদ্দটি চ্যানেল
শুধু সেই শিশুরা তোমার।
তাতেই নিঃসঙ্গ চরাচর।

আমাদের এমনই দুপুর
আমাদের এমনই বিকেল
আমাদের এরকমই রাত
দুজনে একাই চ'লে যাই
টলোমলো আলপথ বেয়ে।

২. আমি না লিখলেও এই অন্ধকার মাঠ
তারাভরা এ আকাশ পাশ ফিরে শুয়ে থাকা নদী
নদীর নিঃশব্দ জল জলে নিচু হয়ে ঝুঁকে থাকা
চতুর চাঁদের ছায়া—সমস্ত নিসর্গ
ভাবছো কিছুই বলবে না?

৩. নিসর্গের ভাষা জানে এমন প্রেমিক
মুগ্ধ হবে সব শুনে।
মানুষই কেবল
প্রথা আর রীতি আর অনুশাসনের
পর্বে প্রোথিত এখন।

৪. তাহলে লিখবো না
শুধু ব'লে দেব কানে কানে
কোন এক তরুণ কবিকে।

বুদ্ধপূর্ণিমার চিঠি

বুদ্ধপূর্ণিমার রাত আসে যায়
আমার তো কোনো স্মৃতি নেই!
কবে ছাদে কার সঙ্গে ভেসে গেছি একদা রাত্তিরে?
যে আমাকে মনে রেখে চিঠি লিখল
নাম না জানিয়ে!
সে আমার বন্ধু আমি ভুলে গেছি তাকে!
চিঠিতে ঠিকানা নেই
স্পষ্ট নয় ডাকঘরের ছাপও
চিনি না হাতের লেখা
কে আমার বন্ধু তুমি আজ
জ্যোৎস্নার মতন মায়া-রহস্যে জড়ালে?
বন্ধুত্বে বিশ্বাস এনে বেদনায় ছড়ালে এমন?
আমি সারাদিন হাতড়ে খুঁজে ফিরছি
প্রতারক স্মৃতি
আমি শূন্য দুপুরের সমস্ত দরজা জানলা
খুলে রাখছি
হন্তারক স্মৃতি

প্রথম পাপ

সেই প্রথম।
সেই প্রথম।

আজ জানাই।
অনুতাপের
নয় ব্যাপার
অভিশাপের
নেই কিছুই
অনুযোগের
বালাই নেই
সারা আকাশ
ঘাসেরা সব
মৃত্তিকার
ধুলোবালির
স্মৃতিই
দেয় সাহস।

সেই প্রথম।

বাকি প্রহর
জলে ঝড়েই
ঝড়ে জলেই
একলা খুব
খুব একাই
হস্টেলে।

সেই প্রথম।

আমি পূর্ণ দুপুরের পর্যাকুল পাতাতে পাতাতে
লিখে রাখছি
নামে কিছু এসে যায় না, আর
যে কোনো মুহূর্তে জ্যোৎস্না, পরিপ্লাবিত করে
এ হৃদয়, বুদ্ধ পূর্ণিমার।

দুটি প্রান্ত ছুঁয়ে

এর নাম ভালবাসা? একে আমি বহুকাল চিনি।
বহুদিন এ আমার ঘরে ছিল সঙ্গী ছিল সুন্দর সজ্জন।
এখনো তো পথে ঘাটে বাসে টাসে দেখা টেখা হয়।
মাঝে মাঝে চিঠি লেখে। মাঝে মাঝে অন্ধকার রাতে
বৃষ্টিতে বিষণ্ণ হাসে। ধূধূ শাদা ধুলোর বালির
হাহা পথে মনে পড়ে তাকে। তার? মনোহীনতার
শরীর দেখেছো? যাকে ছুঁতে ছুঁতে স্নায়ুর পাথর
ন'ড়ে ওঠে? ভালবাসা। হাসি পায়। দুঃখও অপার।
ফুল ফোটে। পাতা ঝ'রে। হাওয়া বয়। বৃষ্টি পড়ে। তাকে
সমস্ত হৃদয় মুচড়ে পেতে চেয়ে জ্ব'লে যায় রাত্রির বেদনা।
পরাগসম্ভব তাকে ছুঁতে চেয়ে জ্ব'লে যায় সূর্যের প্রতিভা।
অমোঘ মুক্তির পদ্মে গ'লে যায় মুখ তার সহজিয়া জলে।
আমি তাকে ভালো চিনি, সে আমাকে, মাঝে
সময়ের সাঁকো, নীচে নীল স্রোত, উপরে কি? তবে
কার দোষ? কার দোষে নীরবতা, ভালবাসা? বলো।
কাজেই নিঃশব্দে চলো ব্যবধানে দুটি প্রান্ত ছুঁয়ে।

অবেলায়

কেউ আর কাছে নেই, প্রত্যেকেই পুরনো নিয়মে
ফিরে যায়, স্মৃতি থাকে যেন আগলে সমস্ত বাড়ির
খিলান বারান্দা সিঁড়ি রেলিং জানালা পাখি ছাদ
এমনকি ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া ইঁটের সিঁড়ির
অন্তিম জলের তল তার চাপ শ্বাস রুদ্ধ স্তব্ধতা অবধি
বোবা বদ্ধ ধূসরতা শহরের পথে ও গলিতে
বেঁচে থাকে নির্বাচনে দেওয়ালে পোস্টারে বিজ্ঞাপনে

চিঠির বাক্সের মতো প্রতিদিন ঘুমন্ত ফোনের প্রতি রাত
স্বপ্নের মতন প্রায়ই ভেঙে যাওয়া রাতের ফুলের ঝ'রে যাওয়া
এ সময় বহুদূরে যেতে বললে বুকে ছলকে ওঠে
আর না ফেরার ভয় আর না ফেরার বিহ্বলতা
কেউ কি কখনো কাছে এসেছিল? কোনোদিন খুব কাছে ছিল!
রাতের ফুলের ঝ'রে যাওয়া
এ সময় বহুদূরে যেতে বললে বুকে ছলকে ওঠে
আর না ফেরার ভয় আর না ফেরার বিহ্বলতা
কেউ কি কখনো কাছে এসেছিল? কোনোদিন খুব কাছে ছিল!

ভুল

মনের ভুল, আসে না কেউ, বাতাসে ঝরা পাতা
জানালা খোলা পেয়েছে ব'লে তারাটি হয়ে নিচু
ছুঁয়েছে এসে শিয়রে রুখু চুলে যে এই মাথা
তাতে কি গলে কখনো স্মৃতি ছিল না যার কিছু

এই যে পাখি ভেবেছে ভোর হয়েছে তাই ডাকে
ভাঙায় ঘুম ফুলের এই পাগলানীল হাওয়া
তাতে কি কেউ বুঝেছে তার ব্যাকুল বিছানাকে
সমুদ্র? বা সজল হয়ে উঠেছে পথ চাওয়া?

না তো। নদী নদীর মতো রাতের মতো রাত।
মনের ভুল। কেবলি গেছে কেবলি যায় বেলা।
আমাকে ডাকে সহসা এসে পেছনে দুটি হাত!
দু'চোখ, তুমি একথা মানো? এ নয় ছেলেখেলা?

আজ ভোরে

আমি কাল ভুল বাসে উঠে যেতে চেয়েছি, সেটুকু
আবৃত্তি করেছো আজ ভোরবেলা, আমার সকাল
জবায় জবায় লাল হয়ে উঠলো, এটুকু আবার
কখনো শোনাও যদি আমি দেবো একটি কবিতা
একান্ত তোমাকে ঃ তুমি নিজেও তা জানবে না ব'লে
কারণ পরস্ত্রী তুমি কারও বা প্রেমিকা—
শুধু কেউ না আমার।

এখনো যে লিখি

এখনো যে লিখি তার মানে নয় অন্য কোনও উপায় ছিল না
কতো ভাবে বলা যেত শস্যে শ্রমে বুননে পাথরে
তুমি ছন্দপ্রিয় কিন্তু ছন্দ ভাসে আকাশে মাটিতে
আসলে যে লিখি শব্দে চূর্ণ করি নিঃশব্দে নিজেকে
নিজের আড়াল ভেঙে বর্ম ভেঙে ব্যক্তিগত গোপনতা ভেঙে
কিছু গ'ড়ে ওঠে নাকি! আমি ফিরে দেখি না দেখিনি
তুমি দেখো! পথে যেতে ঢের রাতে তরুতলে দাঁড়িয়ে কখনো
শুনিনি তো? ছলছল ভেসে যায় পাথরে বালিতে প্রতিহত
তুমি খেলাচ্ছলে তীরে তুলে নাও এক আধটি টুকরোকে।
এরকমই। তবু লিখি মৌনবীজ তবু লিখি ভুল
লিখি নাম গোপনতা স্বপ্নসম্ভবের কোমলতা
আর আমি আমার বাইরে এসে ঠিক দাঁড়াই নীরবে
তুমি এসে হেসে হেসে কথা বলবে ব'লে কোনও দিন।

একদিন

শুধুই কি ভিড় বাসে ব্ল্যাকবোর্ডে ইস্কুলে?
হাজার হাতের ধাক্কা নেই আর? তবে কি কবিকে
লছমনঝোলায় কিংবা কনখলে মানাতো?
কিন্তু কে জানাতো তবে শুধুই চকের গুঁড়ো গায়ে এসে লাগে না কখনো
ভিড়ের ভিতরে গ্রাম্য অসহায় টাল সামলানো জীর্ণ বুড়ি
নাগরিক গুঁতো খেয়ে কঁকিয়ে ওঠে না—কাঁদে দেশ
শতচ্ছিন্ন ছাত্র যায় হতচ্ছাড়া মন্থর মজুর
গুঁড়ো গুঁড়ো উড়ে আসে, পুড়ে যায় মাস্টারের ত্বক
মাংস অস্থি মজ্জা তলে জলে ও আগুনে শোষ্যদাহ্যহীন এক
'একা ও অনেক', ভাবছো, লিখে রাখবে, ছাই
বেকার ছাত্রের ক্রোধ একদিন জ্ব'লে উঠবে সূর্যপ্রতিভাতে।

রিটায়ার্ড

লম্বা ছাতা হাতে থলি হাফ হাতা পাঞ্জাবী
চড়া রোদ ব'লে চশমা? বাসের পিছনে
সিট কি পেলেন? ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাতে
বললেন 'রবির কোনো ছুটি নেই রোজ সকালে উঠতে হয় তাই
'আর দেখতে পাবো না' 'না পাবেন নিশ্চয়ই
পথে ঘাটে'
মাস্টার মশাই
এই মে-তে রিটায়ার্ড, ছেলেপিলে? কে জানে কে আছে
নিত্যযাত্রী, এইমাত্র, পেনসন পাবেন কি?
কে জানে
আর যেতে আসতে তাঁকে দেখবো না কখনো
লম্বা ছাতা থলি হাতে হাফ হাতা পাঞ্জাবী
কোনো যাত্রী কারো কথা কখনো ভাবেকি কোনোদিন!

শব্দের নতুন সৃষ্টি

মফস্বলবাসী গ্রাম্য স্কুলের শিক্ষক হাফ গেরস্ত কখনো
বৃষ্টিকে বৃষ্টিই ছাড়া দেখতে পায়? চারপাশে তার
তামাসা ও ইতরতা ক্ষয় আর হাসির গমক—
তার প্রতিদিন পথ বাস স্টপেজ ভিড় ধাক্কা টাল সামলে ওঠা
ধ্বস্ত উস্কোখুস্কো সোজা ব্ল্যাকবোর্ডে দাঁড়ানো
চকের গুঁড়োয় শাদা মাথা মুখ গন্ধে বাড়ি ফেরা
তারপর একা খুব একা হতে ভালোলাগা—এই।
সে কি লেখে? কেন লেখে? ছাপা হয় না। কেউ
পড়ে তাকে? চিঠি লেখে? তার কোনো কবিবন্ধু আছে?
সম্পাদক? কলকাতা সে অসুখ বিসুখ ছাড়া যায়?
তবে? ওই, একা হলে উঠে আসে নিস্তব্ধ স্বদেশ
সমস্ত তামাসা নিয়ে উঠে আসে ধারালো বিদ্রুপ
মানুষের ইতরতা, সন্ন্যাসেরও। নেমে যায় জল
রাত হলে, রেখে একটি দু'টি শঙ্খ ঝিনুক পাথর
কাঁপা হাতে তুলে নিতে নিতে তার অবশ স্নায়ুতে
প্রচ্ছন্ন বিদ্যুৎ খেলে বজ্র-সম্ভবের শব্দ গুঁড়ো হয়ে যায়।

ফিরে আসা

ফিরে আসতে হলো। রোদ ঝলসে দিচ্ছে লু
পিচের গলন্ত লাভা ধোঁয়া উঠছে হাড়পাঁজর সার
কয়েকটি মজুর ছাড়া রাস্তা ফাঁকা। ফিরে আসতে হলো।
যে ফেরে আহত নিচু অপমানে গলায় কান্নার
ঢেলা, তার কালো মুখ লুকোও পৃথিবী
বৃষ্টি তাকে ঢেকে দাও ও মেঘ ও হাওয়া ঢাকো তাকে
ঢাকো তার ফিরে আসা অপমান আহত হৃদয়।

মাকে নিয়ে গেছে

ওই পথে মাকে ওরা নিয়ে গেছে
অন্ধকার
কৃষ্ণা দশমী ছড়াতে ছড়াতে
নির্বিকার
কালো পিচে শাদা খৈ কড়িগুলি
টগর ফুল
যেন ব'লে যায় ঝ'রে যেতে যেতে
সকলি ভুল
চিতা জ্ব'লে ওঠে টকটকে লাল
নিতে শরীর
নিতে মাকে—আমি কাঁদছি না কেন
শোকে অধীর
ব'সে আছি বট বৃদ্ধ মাথায়
স্পর্শাতীত
শুশ্রূষা রাখে ঃ মনে পড়ে সব
স্মরণাতীত।
ওই পথে মাকে ওরা নিয়ে গেছে
কতো যে কাল
দিন যায় মাস বছর এখনো
কী উত্তাল
ঢেউ ওঠে পড়ে ঢেউ ওঠে পড়ে
রাত্রি দিন

মৃত্যু

এইভাবে সহসা সহসা
দাঁত নখ লোম থাবা টাবা
বাইরে বেরিয়ে পড়ে যায়
খ'সে পড়ে মায়াবী মুখোশ
দেখে হাসে মাধবীলতারা
হাসে খুদে টগরের ডাল
ঘাসের বনের ছোট ফুল
সহসা সহসা খুলে যায়
রহস্য লোকের বন্ধ দ্বার
আর আমার মৃত্যু মনে পড়ে

জীবন

কতো যে শপথ ঝ'রে যায়
পথে পথে পাতার মতন
কতো যে সঙ্কল্প উড়ে যায়
অন্ধকারে ধুলোতে বালিতে
প'ড়ে থাকে ধূসর জীবন
প্রেতায়িত বিদীর্ণ মলীন

ও পথের কোনো প্রান্ত আছে কি?
অর্বাচীন
অপরিণামের সীমা চাস? তোর
বেদনালোক
বিকশিত হোক, বিকশিত হোক
হাজার শ্লোক—
এ কী অভিশাপ আনন্দ এ কী
অসংক্ষোভ!
মাকে নিয়ে গেছে কোথায় জানাও
আমার লোভ!

শরীর তবু

ওষ্ঠ তোমার সিক্ত ছিল অন্ধকারে
রিক্ত ছিল হৃদয় ব্যাকুল ফুলের মতো
অনর্গলের দরজা ছিল বন্ধ দ্বারে
আমার শরীর ত্রস্ত ছিল ইতঃস্তত
বৃষ্টি ছিল তুমুল হাওয়া শ্রাবণ ঘন
মেঘের দেয়া কদমফুলের বজ্রপাতও
সৃষ্টি ছিল প্রলয়কালীন আমার মনও
শরীর ছিল ত্রস্ত ঈষৎ ইতঃস্তত
কোথায় তুমি? কোথায় তুমি? কোথায় তুমি?
এই হাহাকার হাজার কবির মুচড়ে হৃদয়
আমার ভাসায় চূর্ণ করে বাস্তুভূমি—
শরীর ছিল ত্রস্ত যেন কী হয় কী হয়
মুখ ছিল নীল অপর্যাকুল আলিঙ্গনে
শরীরহারা শব্দবিহীন ঃ ওষ্ঠপুটে
তীর্থ ছিল পরিব্রাজক শুদ্ধ মনে
শরীর তবু শরীর ছিলই ধুলোয় লুটে

তোমার মতো

তোমার মনের মতো
সবই হবে কেন?
সবারই মন আছে
তুমি তাদের মতো?
প্রত্যেকে নেয় ছিঁড়ে
টুকরো ক'রে ক'রে—
কুড়িয়ে রাখো তুমি?
এ এক রকম নেশা।
কী হবে কী হলো
হলো না জীবনে
ভুলেও মনে মনে
রক্তকরবী কি
ভাবে? তবে? শোনো
এটাই খেলার মজা
প্রত্যেকে শিরদাঁড়া
ছিপ করে তাই ব'সে
অমন কঠিন মুখ।
বলতে পারো আজও
কঠিন ভালবাসা
নেওয়াও সহজ নয়।

যেন কিছুই

যেন কিছুই হয়নি কোথাও, নির্বিকারে পিঁপড়ে চলে
গাছের পাতায় জলের ফোঁটা গন্ধব্যাকুল ল্যাভেণ্ডারও
স্তব্ধ পাথর মৌন মেঘের মন্থরতা পার হয়ে যায়
সন্ধে বেলায় একটি পথিক উদাস উপুড় কাঁসাই নদী
আকাশ পানে ওপারে তার মৃত্তিকাময় মুখ দেখা যায়
তেমনি সজল স্নায়ুর ভিতর শুশ্রূষাহীন নীল অভিমান
তেমনি নিথর ছায়ার ভিতর নিঃস্ব নীরব অপেক্ষা তার
তেমনি ধুলোর বালির পথের শীর্ণ শাদা রেখায় আঁকা
ছন্দকাতর ভুলগুলি তার ওষ্ঠ কাঁপায় তর্জনীতে
যেন কিছুই হয়নি কোথাও দুঃখী সুখী এই পৃথিবীর।

শিল্প

যেহেতু বলিনি ভীষণ সত্য, তাই
চাঁদ উঠে এলো মেঘের দরজা খুলে
আনন্দ এলো, সমস্ত খেলাটাই
জমে গেল 'কিছু গোপন থাকে না' ভুলে।

যেহেতু দেখিনি শুধুই চোখের দেখা
গুঁড়ো গুঁড়ো হল প্রতিমা অতর্কিতে
জলে ভেসে গেল খড়ের কাঠামো একা
আমাকে অন্ধ আতুর শিল্প দিতে

যাদুকর

আমাকে কী আরও ম্যাজিক দেখাবে ব'লে
এত আয়োজন করেছো সারাটা দিন।
পৃথিবীর যত বিস্ময় আমি নিতান্ত খেলাচ্ছলে
ভাসিয়েছি শোধ ক'রে দিতে বহু ঋণ।

তার চেয়ে এসো বসো চুপচাপ পাশে
পাথরে গড়িয়ে পড়ুক নীরবে জল
মাটিতে ফুলেরা তারারা ও নীলাকাশে
ফুটুক—হৃদয়ও সুগন্ধে টলোমল।

এখানে

কোনোদিন এসো না এখানে।

আমি সব এলোমেলো ক'রে
এই যে গেলাম, কিছু নেই।

কোনোদিন এসো না এখানে।

আমি সব নিলামে বিকিয়ে
জলে দেখ ছড়িয়ে দিলাম।

কোনোদিন এসোনা এখানে।

নিজেকে নিজের কাছ থেকে
ছিঁড়ে আমি হারিয়ে গেলাম।

কোনোদিন এখানে এসো না।

ব্যবধান

তখনো
আকাশ মাটির ওষ্ঠ ছুঁয়ে
নামেনি।
হাওয়াতে
গন্ধরাজের চঞ্চলতা
ছিল না।
আমরা
ব্যবধানেই ব্যাকুল দুজন
একাকী।
সারা মাঠ
তরঙ্গে নীল তরঙ্গে ঠিক
সমুদ্র।
যতদূর
পৌঁছানো যায় পৌঁছানো যায়
একান্তে
গিয়েছি
নৌকো নিবিড় ঢেউ ভেঙে ঢেউ
দুজনে।
বলিনি
কথাই কোনো তবুও সব

আকাশে
টলোমলো
রাতের তারা নিমেষ হারা
অরণ্য
তখনো
কলস ভেঙে জলের মায়া
গড়ায়নি
তখনো
করোনি চুপ চুম্বনে ঠোঁটে
নিসর্গ
তখনো
করোনি ভর চূড়ায় সহজ
সাহস যে—
আমরা
ব্যবধানেই শরীরহারা
একাত্ম।
আভাতে
আকুল আতুর ধুলোর বালির
পৃথিবী

এখনো—?
আমরা যে আর ওই মাঠে কেউ
যাবো না।

লেখালেখি

কবিতা লিখতে জানতে হয় না কিছু
এখন সহজে ছেপে দেয় সব দেশ
দুশো টাকা খুব খারাপ না মাথাপিছু
অক্ষম যারা ঘোরে নিয়ে বিদ্বেষ
পাঠের আসর সভা ও সম্মেলন
অগুণতি আছে এবং পুরস্কার
লেখো লেখো বাবা দিয়ে খুব প্রাণমন
মা সরস্বতী দৌড়োয় মার মার—

প্রতিভা

চতুর্দিকে উপকরণগুলি
বেছে নেবার কুশলতা চাই
বিন্যাসের বিপর্যাসের
চাই স্থির বুদ্ধির প্রতিভা

কবিতার কাছে

একমাস পরে তোমার কাছে এলাম
এই একমাস আমার ছুটি ছিল
ছুটিতে আমি তোমাকে নিয়ে পুরী যেতে পারিনি
কামারপুকুরেও না
এই একমাস আমার মাথার ভিতরে
শুধু বালি আর পাথর আর সিমেন্ট
আর কংক্রিট ভাঙার আওয়াজ

আজ ছুটি শেষ
দেখতে এলাম তুমি কেমন আছ
আমার জন্যে তোমার মন খারাপ কিনা
তোমার দুয়ারে দাঁড়িয়ে মনে হলো
আমরা ভালো নেই
সজল চোখের সামনে ভেসে উঠল
সেই সুদূর শৈশব থেকে
তিলে তিলে নতুন হয়ে ওঠা আমাদের প্রেম।

পাথর

কার ওপর অভিমান? কার ওপর? কাকে
সারাজীবন বোঝাতে চেয়েছো? কী বোঝাতে চেয়ে
নিজের চারপাশে ছড়িয়ে দিয়েছো অন্তিম গোধূলি!
আর মনে পড়ে না আর মনে পড়ে না আর মনে
কেউ নেই কিছু নেই কিছু নেই আকাশ
যেতে যেতে শুধু একবার পিছন ফিরে তাকানো
শুধু একবার সজল চোখের ছায়ায় ঢেকে দেওয়া
আমার ফেলে আসা আমার ছেড়ে আসা আমার
ভাসিয়ে দিয়ে আসা জাগর প্রদীপ—
কার ওপর অভিমান তুমি বলো পাথরের সিঁড়ি
কার ওপর অভিমান তুমি বলো সারি সারি থাম
কার ওপর অভিমান তুমি বলো নদীজল
হে অন্ধকার অনড় স্তব্ধ মধ্যরাত হে জাগরণ
ওকে বলো কিছু হারায়নি কিছু হারায়নি সব
ঠিকঠাক আছে সব গচ্ছিত আছে বুকচাপা পাথরের নীচে।

অপেক্ষা

ঝাঁটিপাহাড়ি হাইস্কুলের পাল্লাহীন দরজা জানলায়
শুশুনিয়া থেকে ছুটে আসে হুহু হাওয়া
বৌদ্ধ শূন্যবাদের ব্ল্যাকবোর্ড থেকে চকের গুঁড়োয়
শাদা হয়ে যায় তোমার চুল সমস্ত মুখ
বহুক্ষণ বাস আসে না বাস আসে না বাস আসে না
ধুলো বালি ছেঁড়াপাতা ছাই উড়তে উড়তে
অপেক্ষাকাতর তোমাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়
দ্বারভাঙা বিল্ডিংস চারতলার সিঁড়ি ওয়েস্টার্ন গ্যালারি
ডি.বি.র রহস্যময় কথা ঃ তুই এখানেই পড়াবি
এ.জি.র নিজের পি.আর.এস. যেন দিয়ে দেবেন
মনে পড়িয়ে দেয় কলেজ স্ট্রিট হস্টেল শ্রীগোপাল মল্লিক লেন
কৃত্তিবাসের নিয়মিত কবিতা পড়ে বন্ধুর প্রশ্ন ঃ সুনীলের ভাই?
রাখালদার ক্যান্টিন শামসের সত্যম সোমনাথ
বাস আসে না বাস আসে না বাস আসে না বাস আসে না
ঝাঁটিপাহাড়ি হাইস্কুলের মাস্টার বাড়ি ফেরার জন্যে ব'সে থাকে
মুখে মাথায় চকের গুঁড়া ধুলোবালি ছেঁড়াপাতা ছাই

নদীর কিনারে

আঘাতে এবং অপমানে কেউ কেউ ছিঁড়ে খুঁড়ে যায়
কেউ কেউ বেজে ওঠে কেউ কেউ বুঝতেই পারে না

বন্ধুর কাছ থেকে আঘাত পাওয়া বড় বেশি প্রয়োজন
বন্ধুর কাছ থেকে অপমান পাওয়া বড় বেশি জরুরী

অবশ্যই তার পক্ষে, যে বেজে ওঠে বেজে উঠতে পারে

ওই দেখ আহত এবং অপমানিত বন্ধু নদীর কিনারে বসে আছে
তার বেদনার্ত মুখের ছায়া ভেঙেচুরে দিচ্ছে জলস্রোত

প্রহত প্রতিহত জলধারায় এসো আমরা ভাসাই
গতদিনের ভুল ভয় অভিমান অপর্যাকুল জীবন

এসো আমরা ভুলে যাই পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করেছিলাম।